স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

বর্ষ ০৫
সংখ্যা ০১
মার্চ ২০২১

আইসিটি নিউজলেটার

DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady | ICT DIVISION FUTURE IS HERE | DoICT তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার প্রযুক্তি এগিয়ে যাওয়ার হাতিয়ার"

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের নিজস্ব উদ্যোগে

কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিনম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা"

নিজস্ব প্রতিবেদক : করোনা ভাইরাস মহামারি সারা বিশ্বকে পাল্টে দিয়েছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। ২০২০ সালের ৮মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়। ২০২০ সালের শেষের দিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা করোনা ভাইরাসের টিকার অনুমোদন দেয়। বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যেও বাংলাদেশের মতো একটি ক্ষুদ্র দেশ টিকার স্বপ্ন দেখা শুরু করে শুধু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। টিকা কেনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা যেন জনগণের ভালোবাসার প্রতিদান। আর তাইতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা টিকা প্রাপ্তির জন্য অগ্রিম চুক্তি স্বাক্ষর করেন যাতে টিকা এলেই বাংলাদেশের জনগণ তা পায়। গত ২১ জানুয়ারি ২০২১ ভারতের দেওয়া উপহার হিসেবে ২০ লাখ ডোজ করোনার টিকা বাংলাদেশে এসে পৌঁছায়। এর পরপরই ২৩ জানুয়ারি চুক্তির ৩ কোটি ডোজ টিকার প্রথম ২০ লাখ বাংলাদেশে এসে পৌঁছায়। এখন পর্যন্ত (২৫ ফেব্রুয়ারি) মোট ৯০ লাখ ডোজ টিকা বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ এর অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রোগ্রামারদের একটি দল নিজস্ব উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিনম্যানেজমেন্ট সিস্টেম "সুরক্ষা" www.surokkha.gov.bd সিস্টেমটি প্রস্তুত করেছে। প্রস্তুত কৃত সুরক্ষা সিস্টেমটি সরকারের কোন অর্থ ব্যয়ছাড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এটি ব্যবহারের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সরবরাহ করা হয়েছে। নাগরিক নিবন্ধন ও ভ্যাক্সিন প্রদানসহ ভ্যাক্সিনেশন কার্যক্রমের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সুরক্ষা সিস্টেমটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ব্যবহার করতে পারবে। উক্ত সিস্টেমটির উন্নয়ন এবং পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একসাথে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি, অত্র বিভাগের সুযোগ্য সিনিয়র সচিব এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সরাসরি এই সিস্টেমটির উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করেন।

সুরক্ষা একটি সরকারি ওয়েবসাইট। টিকা গ্রহণে আগ্রহীরা এই ওয়েব সাইটের মাধ্যমে তাঁদের জাতীয় পরিচয়পত্র ও ফোন নম্বর ব্যবহার করে নিবন্ধন করবেন। অনলাইনে নিবন্ধনের পর একটি টিকা কার্ড প্রদান করা হবে, সেটি প্রিন্ট করে নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে এবং টিকা গ্রহণের সময় সেটি প্রদর্শন করতে হবে। এরপর অনলাইনে নিবন্ধনকৃত তথ্য যাচাই পূর্বক পর্যায়ক্রমে টিকা প্রদানের তারিখ ও কেন্দ্রের নাম উল্লেখপূর্বক মুঠোফোনে বার্তা পাঠানো হচ্ছে। বার্তা প্রাপ্তি সাপেক্ষে নির্ধারিত তারিখে টিকাদান কেন্দ্রে গিয়ে করোনার টিকা গ্রহণ করবেন। সুরক্ষা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় টিকা প্রদানের মতো এতবড় একটি জটিল বিষয়কে খুব সহজ ভাবে পৌঁছে দেওয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বিশাল একটি অর্জন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঠিক নেতৃত্ব ও সময়োচিত পদক্ষেপের কারণেই আজ বাংলাদেশের মানুষ বিনামূল্যে টিকা গ্রহণ করছে। করোনাভাইরাস মুক্ত পৃথিবীতে আরও একবার মাথা উঁচু করে জেগে উঠুক জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

সম্ভব না কে সম্ভাবনায় রূপান্তর করেছেন বঙ্গবন্ধু ও তার কন্যা -পলক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তাঁর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'সম্ভব না'কে 'সম্ভাবনায়' রূপান্তর করেছেন । আর সেই পথ অনুসরণ করেই তরুণদের সঙ্গে নিয়ে দেশ ও রাষ্ট্রবিরোধী সাইবার যুদ্ধ জয়ের আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি প্রতিমন্ত্রী আজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষে অনলাইনে অনুষ্ঠিত সুশিক্ষায় স্বপ্নবুননের প্ল্যাটফর্ম ড্রিম ডিভাইজার আয়োজিত "১০০ পর্বের অনলাইন কুইজ" প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে ডিজিটাল প্লাটফর্মে যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। এসময় ড্রিম ডিভাইজার প্রতিষ্ঠাতা গোলাম রাব্বীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সংগঠনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা সাকিবুল হাসান সাকিব, শাহীদ শাওনসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগঠনটির সদস্যরা সংযুক্ত ছিলেন। প্রতিমন্ত্রী তরুণদের কে বঙ্গবন্ধুর রোজ নামচা,আমার দেখা নয়া চীন বই পড়ে রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই নয় ব্যক্তিগত জীবনেও বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শ লালনের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, আর্কিটেক্ট অব ডিজিটাল বাংলাদেশ সজীব ওয়াজেদের সুপরামর্শ ও দিক নির্দেশনা না থকলে করোনা মহামারীতে এতো দ্রুতো আমরা নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারতাম না।

বাংলাদেশ-ভারত ডিজিটাল সার্ভিস অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনে সমঝোতা

ঐতিহাসিক ও নির্ভরতার সম্পর্কের ভিত্তিতে আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের হাই-টেক পার্কগুলোতে বিনিয়োগসহ আইসিটি খাতে যৌথভাবে কাজ করছে বাংলাদেশ ও ভারত। এরই অংশ হিসেবে গত ২৭ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে 'বাংলাদেশ-ভারত ডিজিটাল সার্ভিস অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং সেন্টার (বিডিসেট)' নামের একটি প্রকল্প স্থাপনে ভারতীয় অনুদানের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষে আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম এবং ভারতের পক্ষে ভারতীয় হাই-কমিশনার বিক্রম কুমার দোরাই স্বামী সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এই সমঝোতার আওতায় ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও আইসিটি শিল্পের বিকাশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ২৫ কোটি টাকা ভারতীয় অনুদান দেওয়া হবে।

এই প্রকল্পে মোট ৬১ কোটি টাকার বেশি ব্যয় করা হবে যার বাকি অংশ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থায়ন করা হবে। বিডিসেট প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ছয়টি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, হাই-টেক পার্ক এবং শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টারে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হবে। এখান থেকে আগামী দুই বছরে প্রায় আড়াই হাজার প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। ইন্টারনেট অবথিংস, মেশিন লার্নিং, রোবোটিক্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এক্সটেনডেড রিয়ালিটি এবং অন্যান্য উচ্চতর বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া ৩০ জনকে ছয় মাসের জন্য ভারতে আইসিটির ওপর উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হবে।

জুনাইদ আহমেদ পলক বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের অসামান্য অবদান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পরে বিভিন্ন অমীমাংসিত সমস্যার দ্রুত নিস্পত্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও প্রসারিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পেয়েছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে আইসিটি সেক্টরে ভারতের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশের ১২টি জেলায় হাই-টেক পার্কস্থাপন প্রকল্পে ভারত সরকার ঋণ প্রদান করছে। অদূর ভবিষ্যতে ভারত বাংলাদেশে তাদের সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত করবে।

উদ্বোধন হলো মুজিব ১০০ অ্যাপ

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও সংগ্রাম মুখর জীবনের ইতিহাস তুলে ধরার লক্ষ্যে আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে নির্মিত 'মুজিব ১০০' অ্যাপ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক প্ল্যাটফর্ম জুম-এ অ্যাপটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে mujib100.gov.bd নামে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়। 'মুজিব ১০০' অ্যাপটি এই ওয়েবসাইটের একটি মোবাইল সংস্করণ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের 'মোবাইল গেইম ও অ্যাপ্লিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে তৈরি করা হয়েছে এটি।

এই অ্যাপটি উদ্বোধন উপলক্ষে প্রতিমন্ত্রী জানান দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেয়া এই অ্যাপের অন্যতম লক্ষ্য। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় দেয়া সমস্ত ভাষণ, বঙ্গবন্ধুর লেখা বই এবং বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানা ঘটনা প্রবাহ নিয়ে সাজানো টাইম লাইন, প্রভৃতি কন্টেন্ট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই অ্যাপটি। 'মুজিব ১০০' অ্যাপের গুরুত্বপূর্ণ ফিচারের মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধু প্রতিদিন যার মাধ্যমে প্রতিদিন বঙ্গবন্ধুর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলি সম্পর্কে এই অ্যাপের ব্যবহার কারীরা জানতে পারবে, রয়েছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নির্মিত তথ্যচিত্র, ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণসহ আরও অসংখ্য বক্তব্য, বঙ্গবন্ধুর নিজের হাতে লেখা চিঠিপত্র এবং তাঁর নিজের হাতে লেখা আত্মজীবনী মুলক বইসমূহ। বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামময় জীবনের বিভিন্ন সময়কার ছবি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ফটো আর্কাইভ। এছাড়া অ্যাপের 'ইভেন্ট' ফিচারের মাধ্যমে মুজিব শতবর্ষের বিভিন্ন উদ্‌যাপনের আপডেট জানা যাবে এই অ্যাপে। এছাড়া বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিশ্বনেতাদের বিবৃতি, মুজিব শতবর্ষের থিমসং, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নির্মিত গ্রাফিক নভেল 'মুজিব' প্রভৃতি বৈচিত্র্যময় কন্টেন্ট দিয়ে সাজানো হয়েছে অ্যাপটিকে। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বলেন এই অ্যাপটির মাধ্যমে তরুণরা বঙ্গবন্ধুর জীবনের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের উপলব্ধি থেকে করা বিভিন্ন উক্তি পড়ে অনুপ্রাণিত হবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে গুগলপ্লেস্টোর এবং অ্যাপলস্টোর দুই যায়গা থেকেই এবং এটি অনলাইন ও অফলাইন-এ এবং খুব অল্প ব্যান্ডউইথ- এ ব্যবহার করা যাবে। বাংলা ও ইংলিশ দুই ভাষাতেই ব্যবহার করা যাবে অ্যাপটি। 'মুজিব ১০০' অ্যাপের উদ্বোধন কালে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'মুজিব এক চিরতারুণ্যের প্রতিচ্ছবি। দেশের তরুণ সমাজ এই অ্যাপের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই সংগ্রাম মুখর জীবন সম্পর্কে জানতে পারবে। সেই সাথে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণা করতে চান, বিস্তারিত জানতে চান বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে, তাঁর জীবন দর্শন নিয়ে, তাদের ক্ষেত্রে ও এই মুজিব ১০০ অ্যাপটি বিশেষভাবে কাজে আসবে। দেশে ও দেশের বাইরের ব্যবহারকারীরা সকলেই এই অ্যাপ ব্যবহার করতে পারবে'। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মোবাইল গেম এন্ড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক আনোয়ারুল ইসলাম এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব ডঃ বিকর্ণ কুমার ঘোষ। অ্যাপ ডাইনলোড লিংকঃ এন্ড্রয়েডঃ https://play.google.com/-store/apps/details?id=bd.gov.mujib100app AvBIGmthttps://apps.apple.com/us/app/mu-jib100-app/id1538327787

আইসিটি নিউজলেটার
DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION FUTURE IS HERE
DoICT তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT
বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বাঙালির স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু

এন এম জিয়াউল আলম পিএএ

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস। এবারের স্বাধীনতা দিবসের আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। কারণ ২০২১ সালে আমরা পালন করছি স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। এমনি এক অভূতপূর্ব সন্ধিক্ষণে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বঙ্গবন্ধুর অবদানের কথা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এ নিবন্ধের অবতারণা।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ শুরু হয় স্বাধীনতার জন্য বাঙালির সশস্ত্র সংগ্রাম। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ এবং গণহত্যা শুরু করে। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে গ্রেপ্তারের আগে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ঘোষণায় তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণায় মুক্তিকামী প্রতিটি বাঙালি পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এরপর নয় মাসের রক্তস্নাত যুদ্ধ, ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মদান এবং দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বিশ্ব-মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলাদেশে এই স্বাধীনতা হঠাৎ করে আসেনি। এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে একটি স্বপ্ন এবং তার বাস্তবায়নে ২৪ বছরের আন্দোলন-সংগ্রাম ও চরম আত্মত্যাগ। এই স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু এবং এর বাস্তবায়নে নেতৃত্বও দিয়েছিলেন তিনি নিজে। তাঁর স্বপ্ন ছিল বাংলার মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতাকে ঘিরে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হলেও তাতে বাঙালিদের কোন লাভ হবে না এটা তরুণ ছাত্র নেতা শেখ মুজিব খুব ভালভাবেই বুঝেছিলেন। বঙ্গবন্ধু 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে লিখেছেন, পাকিস্তানের রাজনীতি শুরু হল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। জিন্নাহ যতদিন বেঁচেছিলেন প্রকাশ্যে কেউ সাহস পায়নি। যেদিন মারা গেলেন ষড়যন্ত্রের রাজনীতি পুরোপুরি প্রকাশ্যে শুরু হয়েছিল। (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা ৭৮)। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের যে ষড়যন্ত্রের কথা বলেছেন তা জিন্নাহর জীবিতকালেও আমরা দেখতে পাই। পাকিস্তান সৃষ্টির ঠিক এক বছরেরও কম সময়ে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী মাত্র ৭ দশমিক ৩ শতাংশ মানুষের ভাষা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে শুরু হয় তীব্র আন্দোলন। শুরু হয় 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবীতে আন্দোলন। এই আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১১ মার্চ সচিবালয়ের সামনে ধর্মঘট পালনকালে তিনি গ্রেপ্তার হন। এটি ছিল পাকিস্তানে তাঁর প্রথম গ্রেপ্তার। বঙ্গবন্ধু একদিনের জন্যও পাকিস্তান কথাটি মেনে নিতে পারেননি। তিনি বলতেন পূর্ব বাংলা, বাংলা। পাকিস্তান গণপরিষদের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'স্যার, আপনি দেখবেন, ওরা পূর্ব বাংলা নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে আপনারা এটাকে বাংলা ডাকেন। বাংলা শব্দটার একটা ইতিহাস আছে, আছে ঐতিহ্য।' বঙ্গবন্ধু হৃদয়ে ধারণ করতেন বাংলাদেশকে। তাই বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য তিনি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধাপে ধাপে প্রথমে স্বাধিকার ও পরে স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত করেন। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শোষণ-বৈষম্য থেকে মুক্তি পেতে ৬-দফা ঘোষণা করেন। ৬-দফাকে বলা হয় বাঙালির মুক্তির সনদ। কারণ এই ৬-দফার পূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাঙালির স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এতে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা সেনাবাহিনী গঠনের কথা, দুই প্রদেশে দুই রকম মুদ্রাব্যবস্থা চালু, জনসংখ্যা অনুপাতে আলাদা বাজেট বরাদ্দ এবং পূর্ব পাকিস্তান যাতে স্বাধীনভাবে বহির্বাণিজ্য করতে পারে তার ব্যবস্থা করার কথা। বঙ্গবন্ধু ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা ৬-দফা মানবে না। কারণ ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন মেনে নিলে পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। মূলত এই ৬-দফা ছিল স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাওয়ার সাঁকো। এই ৬-দফা এবং ছাত্রদের ১১-দফা থেকেই সৃষ্টি হয় গণঅভ্যুত্থান। বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান নেতা। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কৌশলি। তিনি গণতান্ত্রিক ধারায় আন্দোলন করেছেন। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগ পযন্ত ২৩ বছরের আন্দোলনের পথ পরিক্রমায় ১৯৫২, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালে বাংলাদেশের রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে শত-শহীদের রক্তে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কখনোই আন্দোলন সহিংস হতে দেননি। এর কারণ: এক. পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীকে আন্দোলন বিভ্রান্ত করার সুযোগ না দেওয়া; দুই. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করার কোনরূপ সুযোগ না দেওয়া। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ছিল বঙ্গবন্ধুর কৌশলেরই অংশ। পাকিস্তানের সামরিক শাসক কর্তৃপক্ষের নির্বাচনে অংশগ্রহণের শর্ত হিসেবে লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (এলএফও) জারি করেন। বঙ্গবন্ধু রাজী হলেন। তিনিও প্রস্তাব দেন এক মাথা এক ভোট। পাকিস্তান শাসকরাও রাজী হয়। এলএফও'র অধীনে নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে অনেকেই বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা মুখর ছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের পরে তারা বুঝে গেলেন তিনি সে সময়ে কতোটা সুচিন্তিত ও কৌশলী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ঐ নির্বাচনে গণপরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য জনসংখ্যা অনুপাতে ১৬৯ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ১৬৭ আসন। আর প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ২৮৮টি। বিজয়ের পরও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা করেন। ১ মার্চ দুপুর সাড়ে ১২টায় ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য ৩ মার্চের গণপরিষদের অধিবেশন মুলতিবের ঘোষণা দিলে ওই দিনই বঙ্গবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়।

৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ভাষণেও বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সুকৌশলে স্বাধীনতার ঘোষণাই দিয়ে দিলেন। যাকে বলা হয় ডিফ্যাক্টো ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স বা কার্যত স্বাধীনতার ঘোষণা। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে ঘোষণা না দিয়ে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এর কারণ পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠী যাতে তার ওপর বিচ্ছিন্নতাবাদের দায় না চাপাতে পারে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই পূর্ব বাংলা শাসিত হয়। অফিস, স্কুল-কলেজ, কোর্ট-কাচারিসহ প্রায় সবকিছুই পরিচালিত হয় তাঁর নির্দেশে। প্রতিটি বাঙালি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার নামে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে থাকে। ২৫ মার্চ রাতে ঘুমন্ত বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায়। শুরু হয় জ্বালাও-পোড়াও এবং গণহত্যা। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করে প্রথমে ক্যান্টনমেন্ট এবং পরে পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালি কারাগারে আটক রাখা হয়। নয় মাসের যুদ্ধে বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও বঙ্গবন্ধুবিহীন বাংলাদেশে এই স্বাধীনতা অপূর্ণ থেকে যায়। ১৯৭২ সালে ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১০ জানুয়ারি তিনি ফিরে আসেন বাংলার মাটিতে। আর সেদিনই পূর্ণতা পায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার। আসলে স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু সমার্থক দুটি শব্দ। বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে আমাদের একটাই শপথ হোক স্বাধীনতা সুরক্ষার এবং বঙ্গবন্ধুর দর্শন ও তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের।

'৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ভাষণেও বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত সুকৌশলে স্বাধীনতার ঘোষণাই দিয়ে দিলেন। যাকে বলা হয় ডিফ্যাক্টো ডিক্ল্যারেশন অব ইনডিপেনডেন্স বা কার্যত স্বাধীনতার ঘোষণা। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে ঘোষণা না দিয়ে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।'

লেখক : সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' না থাকলে আজ কী হত : সজীব ওয়াজেদ

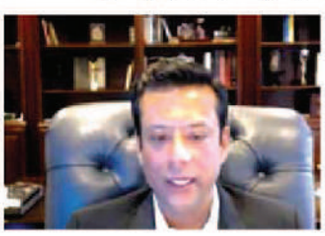

করোনা ভাইরাস মহামারীর মধ্যে যখন সবাই ঘরবন্দি হয়েছেন তখনও অনলাইনে সরকারি-বেসরকারি কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে, আদালত বন্ধ থাকলেও চলেছে বিচারকাজ-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনও না খুললেও বন্ধ হয়নি লেখাপড়া; এর সবই সম্ভব হয়েছে তথ্য-প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার কারণে। বিরূপ এই সময়ে বাংলাদেশের এই অগ্রগতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় প্রশ্ন করেছেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' না হলে এখন কী পরিস্থিতির মধ্যে দেশবাসীকে পড়ত হত। তিনি বলেন, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ইশতেহার অনুযায়ী গত ১২ বছরে আওয়ামী লীগ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'-এর রূপকল্প বাস্তবায়ন করে বর্তমানে যে অবস্থায় নিয়ে এসেছে তারই সুফল মহামারীকালে পাচ্ছে দেশবাসী। 'ডিজিটাল বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার ১২ বছর' শীর্ষক ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

সজীব ওয়াজেদ বলেন, "এই যে ভিন্ন ধরনের একটা বছরে আমরা বাস করছি। এই ২০২০ সালের শুরুতেই বলতে হয় মহামারীর কাহিনী। আজ যদি ডিজিটাল বাংলাদেশ না থাকত আমাদের কী অবস্থা হত? "আমাদের আওয়ামী লীগ সরকার, আইসিটি ডিভিশন অনলাইন কাজ করার প্রস্তুতি এই গত ১২ বছর ধরে নিচ্ছি। শুধু মহামারী যে হবে, এটা তো কেউ জানত না। আমাদের স্বপ্ন ছিল, বাংলাদেশে সম্পূর্ণভাবে আমরা ডিজিটাইজড হব।" সজীব ওয়াজেদ বলেন, "আমরা ৪০ হাজারের উপর মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম বানিয়েছি। আমরা আমাদের সরকারি কার্যক্রম যাতে অনলাইন সিস্টেমে চলে যায়, তার জন্য আমরা একটা ই-নথি সিস্টেম আবিষ্কার করেছি। "আমরা ২০ হাজারের উপর সরকারি অফিসকে কানেকশন দিয়েছি। যখন এই মহামারী আরম্ভ হয়, দুই মাসের মধ্যে আমাদের দেশকে বন্ধ করে দিতে হয়। তবে আমাদের সরকারি কার্যক্রম কিন্তু থামে নাই। তখন আমরা সম্পূর্ণ ই-নথিতে চলে যাই। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে চলে যাই। "এই যে ডিজিটাল সিস্টেম আমরা করেছি, তাতে আমাদের দেশ চলতে থাকে। কোনো বাধা পড়ে না। ই-জুডিশিয়ারি সিস্টেমের কার্যক্রমও অতি শিগগিরই সম্পন্ন করা হয়, যাতে আদালতের কার্যক্রমও থেমে যায় না।" এখন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত সজীব ওয়াজেদ সে দেশের করোনাভাইরাস পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে এগিয়ে রাখেন বাংলাদেশকে। তিনি বলেন, "আমি যে দেশে আছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তারা এখন আবার লকডাউনে সব বন্ধ করে দিচ্ছে, কারণ কোভিড এখনও বাড়ছে এখানে। এ দেশে, বিশ্বের সব থেকে ধনী দেশে আড়াই লাখের উপর মানুষ প্রাণ হারিয়েছে কোভিডে, কল্পনা করা যায় না। সেখানে বাংলাদেশে মাত্র ৬ হাজার। ৬ হাজার প্রাণ যে হারানো হয়েছে, এটাও দুঃখের বিষয়। আমরা তাও চাই না। "তবে এই তুলনাটা করে দেখেন। যারা মনে করে, আমরা একটা দরিদ্র দেশ, আমরা কিন্তু দরিদ্র দেশ না। আমরা কী পর্যায়ে এগিয়ে আছি, এ রকম মহামারীর মধ্যে।" এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক-এডিবির এক পরিসংখ্যান তুলে ধরে সজীব ওয়াজেদ বলেন, "পরিসংখ্যানে শেষমেষ দেখা যাচ্ছে, দুদিন আগে যে সংখ্যা দিয়েছে, আমাদের অর্থনীতি মহামারীর মধ্যেও ৭ শতাংশ বেড়েছে। সেখানে যদি তুলনা করেন ইউরোপ, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এদের অর্থনীতি ১০ শতাংশ কমে গেছে। সেখানে বাংলাদেশে ৭ শতাংশ আমরা এগিয়ে গেছি।" তিনি বলেন, "এটা সম্ভব হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশের কারণে। এটা সম্ভব হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের পরিকল্পনায়। আমরা এমন কোনো ক্রাইসিস নাই, যেটা আমরা মোকাবেলা করতে পারি না। কারণ আমাদের সরকারের, আমাদের নেতৃত্বের, আমাদের দেশের মানুষের আত্মবিশ্বাস আছে, যে কোনো ধরনের চ্যালেঞ্জ আমরা মোকাবেলা করতে পারব। "আমরা যে কোনো জিনিস, যেটা আমরা করতে চাই, সেটা আমরা বাস্তবায়ন করে ছাড়ব। আমরা নিজেরাই পারি, নিজেদের মেধায় পারি, নিজেদের পরিশ্রমে পারি, আমাদের কারও কাছে হাত পেতে থাকতে হয় না।" প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা বলেন, "আগামী বছরের মধ্যে আমাদের স্বপ্ন হচ্ছে ফাইভ-জি চালু করা। আমরা ডিজিটালের ক্ষেত্রে কোনো দিকে পিছিয়ে নাই। আমরা মহাকাশ জয় করেছি, আমরা বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট পাঠিয়েছি, আমাদের দেশে টেলিকমিউনিকেশনের কানেকশন দিচ্ছে। এটা কিন্তু কেউ কল্পনা করতে পারে নাই। তবে এটার লাভটা কী? লাভটা তরুণরা বুঝছে।" তরুণ-তরুণীরা নিজেরাই যেন কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে নিতে পারে তার জন্য সরকার সচেষ্ট রয়েছে বলে জানান সজীব ওয়াজেদ। তিনি বলেন, "তরুণ-তরুণীদের আরও একটি কথা বলতে চাই- আমাদের কাছে তারা সব সময় দাবি করে কর্মসংস্থান। কর্মসংস্থান শুধু তোমাদের করে দিচ্ছি না, তোমাদের নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার সুযোগ করে দিয়েছি। "আজকে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় পজিশনে আছে ফ্রিল্যান্সারদের ক্ষেত্রে। আজকে আইসিটির ৪১টি হাই টেক পার্ক করেছি, সেখানে আমাদের দেশি কোম্পানিগুলো গত বছর ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি কামাই করেছে। আমরা কিন্তু প্রত্যেক বছর হাজার হাজার তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি আইসিটি বিভাগ থেকে। গত ৭-৮ বছর ধরে করে যাচ্ছি। গ্রামে বসে কিন্তু একটা ছেলে অনলাইন ফ্রিল্যান্সিং করে মার্কিন ডলার কামাই করছে। সে টাকা পেইপাল, জুম মাধ্যমে মিনিটে পৌঁছে যাচ্ছে। ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে তাদের জন্য সমস্যা না হয় সেজন্য তাদের ফ্রিল্যান্সিং কার্ড করে দিয়েছি।" সজীব ওয়াজেদ বলেন, আগামী চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের পথে বাংলাদেশ ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি খাতে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে, তারা নেতৃত্ব দেবে- এটাই তার স্বপ্ন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস, মাইক্রোপ্রসেসর এই খাতগুলোতে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে বাংলাদেশ এমনটাই প্রত্যাশা করেন তিনি। একসেস টু ইনফরমেশন-এটুআই প্রকল্পের পলিসি অ্যাডভাইজার আনির চৌধুরীর সঞ্চালনায় এই ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। বক্তব্য দেন আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম।

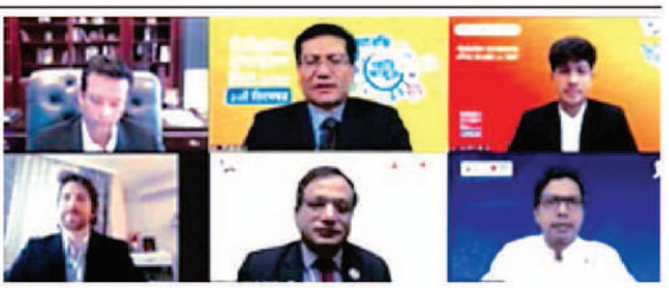

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50
আইসিটি নিউজলেটার
DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION FUTURE IS HERE
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT DoICT

বাংলাকে জাতিসংঘের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সফটওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে

-আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন রোবটকে বাংলায় কথা বোঝানোর প্রযুক্তি তৈরি হচ্ছে। বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্পে। এছাড়া বাংলাকে জাতিসংঘের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে। প্রতিমন্ত্রী আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত "বাংলা থেকে আইপিএতে রূপান্তর সফটওয়্যার "ধ্বনি" ও " বাংলা ডট গভ ডট বিডি" ওয়েবসাইট এর পরীক্ষামূলক উন্মুক্তকরণ উপলক্ষে প্রধান অতিথির বক্তৃতা এসব কথা বলেন। তিনি বলেন প্রকল্পের আওতায় ভাষা-প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অনেকগুলো সার্ভিস ও রিসোর্স তৈরি হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ২০টি পাবলিক ফেসিং সার্ভিস, ১৬টি রিসার্চ টুলস ও রিসোর্স, ০৮ ধরনের স্ট্যান্ডার্ড ও প্রিন্টেড রিসোর্স এবং ১০ ধরনের করপাস/ডেটাসেট উল্লেখ্যযোগ্য। এই প্রকল্প শতভাগ জিওবি ফান্ডেড এবং এখানে ছানীয় রিসোর্স ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি বলেন এ কার্যক্রমের মাধ্যমে অ্যাকাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রি রং মধ্যে কোলাবোরেশন ঘটছে এবং পৃথিবীর সকল বাংলা ভাষাভাষী যেমন এর প্রত্যক্ষ উপকার পাবে এবং ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী সদস্য ও বাক-দৃষ্টি-শ্রবণ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী এর মাধ্যমে সুফল পাবে। তিনি বলেন এর মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে অধিকাংশ সার্ভিস জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারব। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলা ডট গভ ডট বিডি ও ধ্বনি সফটওয়্যারটির 'পরীক্ষামূলক সংস্করণ' প্রকাশ করা হলো। প্রতিমন্ত্রী জানান 'গবেষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণই এ প্রকল্প উদ্দেশ্য। এছাড়ও গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে নেতৃছানীয় ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করা। বিশেষ করে, কম্পিউটিং ও আইসিটিতে বাংলা ভাষাকে অভিযোজিত করা বা খাপ খাইয়ে নেয়া। তিনি বলেন বাংলাকে জাতিসংঘের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে রিয়েল-টাইম অটোমেটিক স্পিচ টু স্পিচ ম্যাশিন ট্রান্সলেশনসহ বিভিন্ন রিসোর্সের প্রয়োজন হয়। উল্লেখ্য, "বাংলা ডট গভ ডট বিডি" হচ্ছে ভাষা-প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ক প্রযুক্তির প্ল্যাটফর্ম। প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নকৃত বাংলা ভাষার বিভিন্ন সার্ভিস পাওয়া যাবে এই পাটফর্ম থেকে। বর্তমানে এটি প্রোডাক্ট শোকেইস ও ইনফরমেশন পোর্টাল হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ও গবেষকবৃন্দ সকল যোগাযোগ রক্ষা করবে। এই পোর্টালটিই হয়ে উঠবে বাংলা ভাষা-প্রযুক্তি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাব।"ধ্বনি" আইপিএ বিষয়ক অ্যাপিকেশনটি হচ্ছে মূলত কনভার্টার ইঞ্জিন, যা বাংলা থেকে আইপিএতে স্বয়ংক্রিয় ভাবে রূপান্তর করতে পারে (এবং ভাইস-ভার্সা কাজ করে)।

সারাদেশে উদ্‌যাপিত হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক : 'যদিও মানছি দূরত্ব, তবুও আছি সংযুক্ত' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে সারাদেশে উদ্‌যাপিত হয়েছে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২০'। আইসিটি বিভাগের উদ্যোগে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের নেতৃত্বে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এর মধ্য দিয়ে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০২০' উদ্‌যাপনের কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) অডিটোরিয়ামে চতুর্থ ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাত ৮টায় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ডিজিটাল বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার ১২ বছর নিয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি ও কি-নোট স্পিকার হিসেবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সংযুক্ত থাকেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। এদিকে দিবসটি উপলক্ষে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ১২ বছরের সাফল্য ও অর্জন তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছে। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েই আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের কার্যক্রম শুরু করেছি। কারণ আজ আধুনিক যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবছায় আমরা রয়েছি, এটার ভিত্তিটি রচিত হয়েছিলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতেই। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর ড. কুদরত-এ-খুদার মাধ্যমে বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছিলেন।

ডিজিটাল ভূমি সেবায় মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসনের অনন্য উদ্যোগসমূহ

এস এম ফেরদৌস

নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে হয়রানি ও দালালমুক্ত ভূমি সেবা প্রদানে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং আরো কয়েকটি উদ্যোগ বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। এ সকল উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে সরকারি সেবা সমূহ জনসাধারণের দোরগোড়ায় ভূমি সেবা পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা ও হয়রানি থেকে মুক্ত করা যাবে।

Online রেকর্ড/পর্চা সরবরাহ

পূর্বে একজন সেবা প্রার্থীকে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে পর্চার আবেদন দাখিল ও পর্চা সংগ্রহ করতে হত সেখানে বর্তমানে আবেদনকারীকে তার নিজ ইউনিয়নের ইউডিসি (UDC) থেকে অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে নিজ প্রার্থিত ঠিকানায় পর্চা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনলাইন রেকর্ড সরবরাহ কর্মসূচী কার্যকর হওয়ার পূর্বেই বিগত ১ জুন ২০১৯ তারিখ থেকে রেকর্ড রুমের পর্চা, নকল এবং নকশা ইত্যাদি সরবরাহ দালালমুক্ত করতে এবং সঠিক সময়ে ও অল্প খরচে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে অনলাইন সেবা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

উদ্যোগের উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ

- প্রায় দুই বছর যাবৎ সম্পূর্ণ দালালমুক্ত ও কোন অভিযোগহীন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
- মানিকগঞ্জ জেলায় সর্বমোট ৯,৮৪,২৩১টি খতিয়ান এন্ট্রি ও আর্কাইভ করা হয়েছে।
- সবগুলো ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতি মাসে ১০,০০০ এর অধিক খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি সরবরাহ করা হয়।
- এ কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের ফলে আবেদনকারীর যাতায়াত/সময় /খরচ কমে গেছে।
- বিশ্বের যেকোন প্রান্ত হতে ফোন/ই-মেইল যোগে এর মাধ্যমে খতিয়ান সংগ্রহের সুযোগ আছে।
- জনগণ খুব সহজে ডাক যোগে ঘরে বসেই সংরক্ষণযোগ্য খামে পর্চা পেয়ে যাচ্ছে।
- রেকর্ড রুমের সেবা সম্পূর্ণ দালালমুক্ত হয়েছে।

ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদান সহজীকরণ

ভূমি অধিগ্রহণের চেক প্রদান হয়রানিমুক্ত ও সহজলভ্য করতে জেলা প্রশাসন, মানিকগঞ্জ কর্তৃক বহুবিধ উদ্যোগ

ইউডিসি থেকে অনলাইনে পর্চা প্রাপ্তির আবেদন দাখিল

ডাক পিয়ন হতে নিজ ঘরে বসেই পর্চা গ্রহণ

গ্রহণ করা হয়েছে । জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর নিমিত্ত ভূমি অধিগ্রহণ শাখা থেকে সরেজমিনে (On the spot) উপকারভোগীদের মাঝে ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের চেক প্রদান করা হচ্ছে। মুজিব বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে উপকারভোগীদের বাড়িতে গিয়ে চেক প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- সরেজমিন (On the spot) চেক বিতরণ।
- উপকারভোগীদের বাড়িতে গিয়ে চেক বিতরণ।
- ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়া অটোমেশন।
- ক্ষতিপূরণের চেক প্রাপ্তিতে মধ্যস্বভোগী ও দালালদের দৌরাত্ম্য দূরীকরণ।

ভূমি মালিকানা সনদ প্রদান (Land Owner Certificate)

মানিকগঞ্জে শতভাগ ই-নামজারি কার্যকর হয়েছে। পাশাপাশি চলমান নামজারি খতিয়ান দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণযোগ্য নয় বিধায় মানিকগঞ্জ জেলায় নামজারি খতিয়ান টেকসই খামে উন্নতমানের সার্টিফিকেট আকারে প্রদান করা হচ্ছে যা (Land Owner Certificate) হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। এই ভূমি মালিকানা সনদে

ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরনের চিত্র

রয়েছে সরেজমিন দখল সংক্রান্ত হাত নকশা যা ভূমি বিরোধ সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচারকার্যে অধিকতর সহায়ক

অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়

জনদুর্ভোগ কমাতে ঘরে বসে অল্প সময়ে কম খরচে অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের নিমিত্ত ১৪ জানুয়ারি ২০২০ মাসে মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার পৌর ভূমি অফিসে ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে।

- ১ম পর্যায়ে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার পৌর ভূমি অফিসের গঙ্গাধরপট্টি ও নবগ্রাম মৌজার ১৪৯০টি হোল্ডিং এর পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং ১৩৪০টি হোল্ডিং এর এন্ট্রি সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ২য় পর্যায়ে ৭টি উপজেলার ১০টি মৌজার মোট ১০,১০৪ টি হোল্ডিং এর পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করা হয়। অদ্যাবধি ২য় পর্যায়ে ৭৯১৬ টি হোল্ডিং এর এন্ট্রি সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ৩য় পর্যায়ে মানিকগঞ্জ জেলার ০৭টি উপজেলার প্রত্যকটি ইউনিয়নের (১ম ও ২য় পর্যায় ব্যতীত) ০১টি করে মৌজার হোল্ডিং এর পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করার প্রক্রিয়া চলমান আছে।

ই- মিউটেশন

মানিকগঞ্জ জেলার ০৭টি উপজেলায় মার্চ/২০১৯ মাস হতে ১০০% ই-নামজারির মাধ্যমে নামজারি সম্পন্ন করা হচ্ছে।

ভূমিহীন, গৃহহীন পরিবারের অনুকূলে খাস জমি বন্দোবস্ত

- গত আড়াই বছরে (জুলাই/২০১৮ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২১ পর্যন্ত) মানিকগঞ্জ জেলায় উদ্ধারকৃত খাস জমির পরিমাণ ৬৩.৮১৩ একর। বন্দোবস্ত প্রদানকৃত কৃষি খাস জমির পরিমাণ ৩২.২২ একর।
- উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা ৪৯২টি যার মধ্যে মুজিব বর্ষ উপলক্ষে সুবিধাপ্রাপ্ত হয়েছে ২৮২টি পরিবার
- ইতোমধ্যে অত্র জেলায় ১ম পর্যায়ে ১৩৫টি ক-শ্রেণী-ভুক্ত ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের অনুকূলে গৃহ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২য় পর্যায়ে ২৫৫টি গৃহ নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- মানিকগঞ্জে মোট ভূমিহীন ৩২৩৭ জন এবং অবৈধ দখলীকৃত খাস জমির পরিমাণ ৪৩৯ একর। জেলার সকল ভূমিহীনকেই পুনর্বাসন করা সম্ভব হবে যা একইসাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশের একজন মানুষ ও গৃহহীন থাকবে না প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে।

মার্চ/২০১৯ হতে ডিসেম্বর/২০১৯ পর্যন্ত		মার্চ/২০২০ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২১ পর্যন্ত		মার্চ/২০১৯ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২১ পর্যন্ত	
আবেদন দাখিল	নিষ্পত্তি	আবেদন দাখিল	নিষ্পত্তি	আবেদন দাখিল	নিষ্পত্তি
১৪৩১১	১৩০৯০	২২১৪৫	২১৩৩১	৩৬৪৫৬	৩৪৪২১

সরকারি স্বার্থ সংক্রান্ত মামলার অগ্রগতি

- সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অর্পিত ট্রাইব্যুনাল, অর্পিত আপিল ট্রাইব্যুনাল এবং ভিপি সংক্রান্ত দেওয়ানি মামলার উপজেলা ভিত্তিক ডাটা বেজ তৈরী করা হয়েছে।
- দেওয়ানি মোকদ্দমায় সরকারি স্বার্থ রক্ষার্থে সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণের সুনির্দিষ্ট মন্তব্য সম্বলিত এস.এফ (ঘটনা বিবরণী) প্রেরণ নিশ্চিতকরণ।
- বিগত ২০২০ সালে সরকার পক্ষে ২৫টি দেওয়ানি মোকদ্দমার রায় ও ডিক্রি লাভ।
- সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলার নথিগুলো উপজেলা ভিত্তিক সাজানো হয়েছে।
- সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি রক্ষায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কে সভাপতি করে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ভিপি সম্পত্তি সংরক্ষণ

ভিপি সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষন এর জন্য সকল নথির ডাটাবেজ তৈরী করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মানিকগঞ্জ পৌর এলাকার সকল নথি ইতোমধ্যেই কম্পিউটারাইজড করার মাধ্যমে সরকারি সম্পত্তি সুষ্ঠু রক্ষনাবেক্ষনের পাশাপাশি লীজের আদায় কর্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

লেখক : জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ

আইসিটি
নিউজলেটার

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION
FUTURE IS HERE
DoICT
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
DEPARTMENT OF ICT

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী
Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীঃ বঙ্গবন্ধু ও ডিজিটাল বাংলাদেশ

এ. বি. এম আরশাদ হোসেন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধু অভিন্ন সত্তা। দীর্ঘ কালের আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নেতৃত্বে আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি। বাঙ্গালির হাজার বছরের পরাধীনতার শৃংখল, গোলামীর জিঞ্জির ভেঙ্গে স্বাধীনতার লাল সূর্যের রঙের সাথে মিশে আছে ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত,দুই লাখ মা বোনের সম্ভ্রম হারানোর বেদনা এবং বিপুল সম্পদ ক্ষতির মাশুল। সবুজের জমিনে রক্তিম সূর্য খচিত মানচিত্রের বাংলাদেশে আমরা উদযাপন করছি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। স্বাধীনতার ৫০ বছরের পথ চলায় দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে ডিজিটাল বাংলাদেশ।

মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের বিখ্যাত উক্তি, "A genuine leader is not a searcher for consensus but a molder of consensus"-যার প্রতিফলন আমরা দেখি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে। পৃথিবীতে এমন বহু মহামানব এসেছেন যারা নেতৃত্ব দিয়ে,অনুপ্রেরণা দিয়ে অনেক রাষ্ট্রকেই মুক্ত করেছেন পরাধীনতার বেড়াজাল থেকে। জন্ম দিয়েছেন এক একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই সব মহামানবের মধ্যে অন্যতম। বাঙালির দুঃখ-কষ্ট বুঝতে পারতেন বলেইতিনি বঙ্গবন্ধু। তিনি জাতির পিতা, কারণ এ জাতির কল্যাণের কথা তিনি শুধুচিন্তাই করেননি, সে অনুযায়ী আজীবন কাজও করে গেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশকে আধুনিক ও উন্নত বিশ্বের একটি দেশে পরিণত করা। তিনি জানতেন যেভাবে পৃথিবী পরিবর্তিত হচ্ছে এবং নতুন নতুন তথ্য-প্রযুক্তির উদ্ভাবন হচ্ছে, বাংলাদেশকেও সমান তালে এগিয়ে যেতে হবে। তাই তিনি চেয়েছিলেন বাংলাদেশকে প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত করতে।

মুক্তিযুদ্ধের পর সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত। একটি যুদ্ধ পরবর্তী দেশকে বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়নের কথা ভেবেছিলেন বঙ্গবন্ধু। স্বাধীনতার পর তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের প্রধান শক্তি বা হাতিয়ার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারে উদ্যোগী হন বঙ্গবন্ধু। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যাতে প্রযুক্তি নির্ভর জাতি হিসেবে গড়ে ওঠে, সে উদ্যোগও নেন তিনি। এ ক্ষেত্রে তাঁর দুটি উদ্যোগ ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয়। এর একটি হচ্ছে, আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নে (আইটিইউ) বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভ এবং অন্যটি হচ্ছে, বেতবুনিয়ায় ভূউপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালের ৫ সেপ্টেম্বর আইটিইউ'র সদস্য পদ লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় তিনি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধু ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশের যে বীজ বপন করেছিলেন,তাঁরই দেখানো পথ ধরে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত করছেন। এতে সার্বিক সহযোগিতা করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়। রূপকল্প-২০২১ এর অবিচ্ছেদ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ। এর বাস্তবায়ন দেশের মানুষের সামনে সম্ভাবনার তোরণ দুয়ার খুলে দিয়েছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ ২০১৫ সালেই বিশ্বব্যাংকের নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে। প্রকৃত পক্ষে বঙ্গবন্ধুর গৃহীত ও বাস্তবায়িত উদ্যোগ গুলোই ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মূল প্রেরণা। বিশ্বের ৫৭তম জাতি হিসাবে মহাশূন্যে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছে বাংলাদেশ। জাতির পিতার নামে দেশের প্রথম স্যাটেলাইটের নামকরণ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু -১। দেশের ইন্টারনেট সেবা, ডাইরেক্ট-টু-হোম (ডিটিএইচ) ডিশ সেবাসহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খাতে অবদান রাখবে দেশের প্রথম এই স্যাটেলাইট (সূত্রঃ বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড)। সেই সঙ্গে বিশ্বের ৩৩তম দেশ হিসাবে পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। রূপপুর পারমাণবিক চুল্লি থেকে ২০২৪ সালের মাঝে জাতীয় গ্রিডে ২৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ করা সম্ভব হবে। স্যাটেলাইট এবং পারমাণবিক চুল্লি থেকে অর্থনৈতিক উপকার যেমন পাওয়া যাবে, তেমনি অর্জন করা গিয়েছে আন্তর্জাতিক সম্মান ও স্বীকৃতি। এই অর্জনগুলো আমাদের জাতির জন্য গৌরবোজ্জ্বল মুকুট হয়ে থাকবে এবং আমাদের তরুণ সমাজকে প্রযুক্তি নির্ভর জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী ও সাহসী পদক্ষেপের কারণে স্বাধীনতার ৫০ বছরের আগে মহাকাশে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছি আমরা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু স্বাধীন বাংলার স্বপ্নই দেখেননি তার সাথে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে যে ভূমিকা পালন করেছেন তা চিরস্মরণীয়। তাঁর বজ্রকণ্ঠেই শোভা পায় 'কেউ দাবায়ে রাখতে পারবা না'। বিশ্ব এখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দ্বার প্রান্তে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো এ শিল্পবিপব মোকাবিলায় এরই মধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে। এই বিপ্লবটি হবে মূলত ইন্টারনেট অব থিংস বা আইওটির মতো বিষয়গুলোর মাধ্যমে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিকস, ইন্টারনেট অব থিংস, নিজে চলা গাড়ি, ত্রিমাত্রিক প্রিন্টিং, ন্যানো টেকনোলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োটেকনোলজি, ম্যাটেরিয়াল সায়েন্স, শক্তি সঞ্চয় কিংবা কোয়ান্টাম কম্পিউটিং। এসব বিষয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের সুবিধার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যেই কয়েকটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি দক্ষিণ এশিয়ার তৃতীয় এবং বিশ্বে ১২তম মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি। এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি ২০১৬ সালে যাত্রা শুরু করে এবং বঙ্গবন্ধু এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করা হয় ২০১৯ সালে।

বর্তমানে বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে এক বিকাশমান দেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার গভীর উপলব্ধি থেকেই 'বটমআপ অ্যাপ্রোচ' পদ্ধতি অনুসরণ করে তৃণমূল থেকে ডিজিটালাইজেশনের কার্যক্রম শুরু করেন। এ ধরনের চ্যালেঞ্জিং এবং সাহসী উদ্যোগ গ্রহণের মূলে কাজ করেছে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ করে দিয়ে তাদের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো। আমাদের দেশের ৭০ শতাংশ মানুষের বাস গ্রামে। শহরের পাশাপাশি গ্রামের বিশাল জনগোষ্ঠীকে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার জন্য সাড়ে চার হাজারেরও বেশি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) স্থাপন করা হয়। সিটি করপোরেশন, পৌরসভা ও ওয়ার্ড মিলে বর্তমানে ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা ৫২৭৫টি (তথ্য সূত্রঃ ডিজিটাল সেন্টার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি পৌঁছে দেওয়া হয় ইউনিয়ন গুলোতে। ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার জন্য সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা, দ্বীপ এমনকি দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে মহেশখালী দ্বীপের মানুষ ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তি সেবা পাচ্ছে। হাওর এলাকার মানুষকে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটির আওতায় নিয়ে আসার জন্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দুর্গম এলাকার ৭৭২টি ইউনিয়নে ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য বাস্তবায়ন করা হচ্ছে 'কানেক্টিং বাংলাদেশ' প্রকল্পের। ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প ঘোষণার আগে গ্রামে বসে ডিজিটাল সেবা পাওয়ার কথা কেউ কল্পনাও করেনি। অথচ আজ শুধু ডিজিটাল সেন্টার থেকেই ১০৬ ধরনের সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত এক দশকে ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ২২ কোটি ৩১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫১৮ টি সেবা প্রদান করা হয়েছে, যার মূল্য ২,২৬ কোটি ১২ লক্ষ ৯৯ হাজার ৭২৯ টাকা (তথ্য সূত্রঃ ডিজিটাল সেন্টার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)। দেশের প্রায় ৯৯ শতাংশ এখন মোবাইল নেটওয়ার্ক কভারেজের আওতায়। মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা ১৭ কোটি ৩৩ লাখ ৫৭ হাজারে উন্নীত হয় (ফেব্রুয়ারী ২০২১ পর্যন্ত, তথ্য সূত্রঃ BTRC)। একই সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১১ কোটি ২৭ লাখ ১৫ হাজার।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার একটি প্রকৃষ্টতম উদাহরণ আমাদের সকলের সামনেই রয়েছে। গত ২০২০ সাল ছিল A year of afraid আমাদের যে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছিল আইসিটির যুগোপযোগী ব্যবহারের মাধ্যমে তার অনেকাংশেই সফলভাবে মোকাবেলা করতে পেরেছি। বৈশ্বিক করোনা মহামারিতে সরকার একটি বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান প্রণয়ন করে প্রায় সব কিছুই সচল রেখেছে। সরকারি কার্যক্রম ছাড়াও মানুষ জরুরী প্রয়োজনসহ ব্যবসা বানিজ্যে প্রযুক্তির ব্যবহার করছে। এটা সম্ভব হয়েছে প্রথমত, বিগত ১২ বছরে দেশে একটি শক্তিশালী আইসিটি ব্যাকবোন গড়ে উঠে। দ্বিতীয়ত, বিজনেস কন্টিনিউটি প্ল্যান করে প্রয়োজনীয় কাজ অব্যাহত রাখা। যে কারণে করোনাকালেও প্রায় সবকিছু সচল ছিল। মানুষ তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে সুফল পেয়েছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আমরা ভার্চুয়াল সংযুক্তির মাধ্যমে কোভিড কালীন সময়ে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমসহ বিবিধ শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকন্ড সব ধরনের স্বাভাবিক কার্যক্রম সচল রাখা সম্ভব হয়েছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের সুদূর প্রসারী ফলাফল স্বরূপ।

বঙ্গবন্ধু প্রকৃত অর্থেই ছিলেন একজন বাস্তববাদী নীতিনির্ধারক। তিনি বাস্তবতার নিরিখেই দেশকে এগিয়ে নিতে কাজ শুরু করেছিলেন। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের যে স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেখিয়েছেন, তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের আধুনিক 'সোনার বাংলা'। আগামীর বাংলাদেশ শুধু উন্নত দেশই হবে না, ২১০০ বছরের ভিশন ডেল্টাপ্ল্যান বাস্তবায়নেও দেশ অনেক দূর এগিয়ে যাবে। স্বাধীনতার ৫০ বছরে নতুন আশা ও স্বপ্ন নিয়েই উদ্‌যাপিত হবে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী।

লেখক : মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

হাই-টেক পার্ক-কোরিয়ান ইপিজেড ও স্টার্টআপ বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তি

বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই- টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এবং কোরিয়ান এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন (কেইপিজেড) এর মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। আজ চট্টগ্রামের আনোয়ারায় কেইপিজেড মিলনায়তনে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশ হাই- টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হোসনে আরা বেগম, স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের পক্ষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিনা জেবিন কোরিয়ান ইপিজেড এর পক্ষে এর চেয়ারম্যান ও সিইও মিঃ কিহাক সাং উক্ত সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ।অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে নিযুক্ত কোরিয়ান রাষ্ট্রদূত লি জেন কিউন , আইসিটি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ। সমঝোতার আওতায়, কোরিয়ান ইপিজেড কর্তৃক প্রায় ১০০ একর জায়গায় প্রস্তাবিত হাই-টেক পার্ককে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বেসরকারি হাই- টেক পার্ক হিসেবে ঘোষণা করে। এছাড়াও বিনিয়োগে নীতিগত সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি যৌথভাবেকাজ করবে। কোরিয়ান ইপিজেড-এ বাংলাদেশ হাই- টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ স্পেশালাইজড ল্যাব স্থাপনে সহায়তা করবে । একই সাথে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক কোরিয়ান ইপিজেড এর আইটি জোনকে বেসরকারি হাই- টেক পার্ক ঘোষণা করে বলেন এর মাধ্যমে দেশের আইটি সেক্টরে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রতিযোগিতা মোকাবেলায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইওটি, রোবোটিক্স, সাইবার সিকিউরিটিসহ উচ্চ প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন করা হচ্ছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন দেশে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৯ সালে চট্টগ্রামে কোরিয়ান ইপিজেড প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২৫০০ হাজার একর জমি বরাদ্দ প্রদান করেন। বর্তমানে কেইপিজেড এ ২৫০০০ এর বেশি কর্মসংস্থান হয়েছে।

দেশে ৩৯ টি হাই- টেক পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে ৫টি হাই- টেক পার্কে ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত। দেশের বিভিন্ন পার্কগুলোতে বেসরকারি খাত থেকে প্রায় ৩২৭ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। পাশাপাশি ১৩ হাজার তরুণ-তরুণীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50
আইসিটি নিউজলেটার
DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION FUTURE IS HERE
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT DoICT
পৃষ্ঠা-পাঁচ

Block Chain বনাম প্রচলিত Database

মোঃ সুলতান মাহমুদ
ডাটাবেজ এ্যাডমিনিস্ট্রেটর

মোঃ সেলিম উল আলম
সহকারী প্রোগ্রামার

ব্লকচেইন এমন একটি প্রযুক্তি যা বর্তমানে অনলাইনে নিরাপদে বিভিন্ন লেনদেন/ ডকুমেন্ট আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে যে কোন একটি ব্লকচেইন ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় থেকে একজন ব্যবহারকারী আরেকজন ব্যবহারকারীর সাথে লেনদেন/ডকুমেন্ট আদানপ্রদান সম্পন্ন করতে পারে। এই লেনদেনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল সিগনেচার ব্যবহার করার ফলে একবার কোনকিছু প্রেরণ করলে তা অস্বীকার করার কোন উপায় থাকে না। প্রেরক কাউকে কোনকিছু প্রেরণ করলে সেই সিস্টেমের সকল ব্যবহারকারী বিষয়টি একসাথে জানতে পারে এবং সকল ব্যবহারকারীর সম্মতিতে গ্রাহক সেটি প্রাপ্ত হয়। এই ধরণের সকল লেনদেনের ইতিহাস (প্রায় অপরিবর্তনীয় ব্লকসমূহ) একটি চেইনে (লেজার/খতিয়ান) যুক্ত থাকে। লেনদেনের ইতিহাসের এই চেইনটি (ব্লকচেইন) ঐ ফ্রেমওয়ার্কের সকল ব্যবহারকারীর কাছে জমা থাকে ফলে একদিকে যেমন সবাই সকল লেনদেন/আদানপ্রদান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে অন্যদিকে কোন কেন্দ্রীয় সিস্টেম থাকে না। কোন ব্লকচেইন ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় কোন ডকুমেন্ট পরিবর্তন করতে গেলে সকল ব্যবহারকারীর সম্মতি লাগে ফলে চাইলেই পরিবর্তন করা যায় না। সম্পূর্ণ ব্লকচেইনের প্রত্যেকটি সিঙ্গেল ব্লকে মূলত তিনটি অংশ থাকে-ডেটা, হ্যাশ এবং চেইনে তার আগের ব্লকটির হ্যাশ। অর্থাৎ, ব্লকচেইনের থাকা প্রত্যেকটি ব্লকে থাকে সেই ব্লকটির নিজস্ব ডেটা, ব্লকটির নিজের হ্যাশ এবং ঠিক তার পেছনে যুক্ত থাকা আগের ব্লকটির হ্যাশ। ডেটা হচ্ছে তথ্যের একক আর হ্যাশ হচ্ছে মূলত একটি আইডেন্টিফায়ার। প্রত্যেকটি ব্লকের হ্যাশ তার একেবারেই নিজস্ব এবং প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট। অর্থাৎ, দুটি ব্লকের হ্যাশ কখনোই একই হতে পারবে না। এই বিষয়টি অনেকটা মানুষের ফিঙ্গারপ্রিন্টের মত।

ধরি, কোন একটি ব্লকচেইন সিস্টেমে ২০০ জন ইউজার আছে যারা বিভিন্ন সময়ে নিজেদের মধ্যে লেনদেন সম্পন্ন করে। কোন একটি সময়ে ইউজার 'ক' ইউজার 'খ'-কে ৫০০ টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিল। সেটির জন্য 'ক' একটি ব্লক তৈরি করবে যেখানে উক্ত লেনদেনের তথ্যসহ আনুষঙ্গিক তথ্য থাকবে। এরপর 'ক', ব্লকটিকে চেইনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রিকোয়েস্ট প্রেরণ করবে। রিকোয়েস্টটি ঐ সিস্টেমের সকল ইউজারের কাছে প্রেরিত হবে এবং তারা সংশ্লিষ্ট ব্লকের তথ্যের বৈধতা যাচাই করবে এবং শুধুমাত্র অধিকাংশ ইউজারের সম্মতির ভিত্তিতেই ব্লকটি চেইনে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং 'খ', 'ক' কর্তৃক ৫০০ টাকা প্রাপ্ত হবে। কোন ব্লক একবার চেইনে যুক্ত হলে এটির মধ্যে সংরক্ষিত তথ্য আর পরিবর্তন করা যাবে না, শুধুমাত্র Read করা যাবে। এই পদ্ধতিতে, কোন কেন্দ্রীয় কনট্রোল সিস্টেম ছাড়া Concensus এর ভিত্তিতে লেনদেন সম্পন্ন হবে। এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, ব্লকচেইনে শুধুমাত্র ডাটা Read এবং Add করা যায় কিন্তু পরিবর্তন করা যায় না। উপরের উদাহরণে, যদি ইউজার 'গ' কোন একটি ইউজারের কাছে সংরক্ষিত ব্লকচেইনের ডাটা পরিবর্তন করতে চায় তাহলে তাকে ঐ সিস্টেমের সকল ইউজারের কাছে সংরক্ষিত ব্লকচেইন সমূহের ডাটা পরিবর্তন করতে হবে যা অসম্ভব। ফলে, যদি 'গ' কোন ইউজারের নিকট সংরক্ষিত ব্লকচেইনের ডাটা পরিবর্তন করতে চায় সেক্ষেত্রে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাধা প্রদান করে। অন্যদিকে, ডাটাবেজে ডাটাসমূহ সংরক্ষিত থাকে সাধারণত কিছু সংখ্যক টেবিলে রেকর্ড আকারে। সেখানে একজন ডাটাবেজ এ্যাডমিনিস্ট্রেটর এবং কিছু সংখ্যক ইউজার থাকে যারা তাদেরকে প্রদত্ত Role এর ভিত্তিতে ডাটাবেজে বিভিন্ন অপারেশন সম্পন্ন করতে পারে। ডাটাবেজে সাধারণত চারটি অপারেশন সম্পন্ন করা যায় (CRUD: Create, Read, Update, Delete)। ডাটাবেস এ্যাডমিনিস্ট্রেটর বিভিন্ন ইউজারকে বিভিন্ন Role/Privilege প্রদানের দায়িত্ব পালন করেন।

Database-এ সব তথ্য সংরক্ষণ থাকে, সেই জন্যই Database-কে বলা হয় কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার। বর্তমান সময়ে নিরাপত্তাব্যবস্থা যতটা কঠোর তাতে এসব Database System-এ প্রবেশ মোটেই সহজ নয়। কিন্তু কঠিন নিরাপত্তা থাকলেও কখনো কখনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেও থাকে। তাই তথ্য চুরি, বিকৃতি-এ সকল সমস্যার সমাধানে বিশ্বব্যাপী চলছে গবেষণা। যার ফলে আসছে নতুন নতুন ধারণা, প্রযুক্তি। তার মধ্যে একটি বহুল আলোচিত ও সম্ভাবনাময় প্রযুক্তির নাম BlockChain।

এখন, অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, যেহেতু ব্লকচেইন এবং ডাটাবেজ দুটিই তথ্য সংরক্ষণ করে, তাহলে ডাটাবেজ এর পরিবর্তে ব্লকচেইন কেন ব্যবহার করা হয়। প্রথমত, ডাটাবেজ কেন্দ্রীয়ভাবে তথ্য সংরক্ষণ করে। ধরা যাক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, বিআরটিএ এবং বাংলাদেশ পুলিশ সিদ্ধান্ত নিল যে যাদেরকে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা হবে তাদের একটি ডাটাবেজ থাকবে এবং এই ডাটাবেস এ উক্ত তিনটি সংস্থার সার্বক্ষণিক অ্যাকসেস থাকবে। তাহলে এই ডেটাবেজটি উক্ত তিনটি সংস্থার মধ্যে যেকোন একটির কাছে (ধরি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের কাছে) সংরক্ষিত থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে, প্রথমেই, অপর দুটি সংস্থা উক্ত ডাটাবেজ ব্যবহারের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। দ্বিতীয়ত, ডাটাবেজ নিয়ন্ত্রিত হয় DBA (Database Administrator), অর্থাৎ একজন ব্যক্তির মাধ্যমে। উক্ত ব্যক্তি চাইলেই নিজে অথবা অন্য কাউকে অবৈধ প্রবেশাধিকার প্রদান করে ডাটাবেজের তথ্য পরিবর্তন করতে পারে। তৃতীয়ত, উপরের উদাহরণে, ডাটাবেজে তথ্য যোগ করার সময় সকলের সম্মতির (Concensus) ভিত্তিতে সম্পন্ন করার সুবিধা সরাসরি থাকে না। ব্লকচেইন ব্যবহার করে উক্ত এসকল সীমাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব। যেমন, ড্রাইভিং লাইসেন্স সংরক্ষণ করার জন্য একটি ব্লকচেইন ব্যবহার করা যেতে পারে। উক্ত ব্লকচেইনের কপি সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের/ব্যক্তিবর্গের (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, বিআরটিএ এবং বাংলাদেশ পুলিশ, লাইসেন্স গ্রহণকারী ব্যক্তি ইত্যাদি) কাছে সংরক্ষিত থাকবে। কাউকে যখন লাইসেন্স প্রদান করা হবে তখন এটির জন্য একটি ব্লক প্রস্তুত হবে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের/ব্যক্তিবর্গের সম্মতির ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্লকটি চেইনে যুক্ত হবে। কেউ যদি এসকল তথ্য পরিবর্তন করতে চাই তাহলে সিস্টেম সেটি সনাক্ত করে বাধা প্রদান করবে। এইক্ষেত্রে কারো উপর বা কোন কেন্দ্রীয় সিস্টেমের বা এনটিটির উপর নির্ভরশীল হতে হবে না। তথ্য সংরক্ষণের প্রেক্ষিতে ব্লকচেইন একটি ডাটাবেসের চেয়ে বেশি কিছু যা নিয়ন্ত্রিত হয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে। ব্লকচেইন মূলত একটি P2P (peer to peer) নেটওয়ার্ক তৈরি করে, যেখানে ব্লকচেইনের প্রত্যেকটি ব্লকের ডেটা ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে কানেক্টেড থাকা যেকোনো ব্যক্তি/এনটিটি ব্লকগুলোকে ভেরিফাই করতে পারে। ব্লকচেইনের প্রত্যেকটি ব্লক যত বেশি বার ভেরিফাই করা হয়, ডেটাগুলো ততই বেশি অপরিবর্তনীয় হয়ে ওঠে। মূলত এভাবেই ব্লকচেইন টেকনোলজিতে লেনদেনের ডেটা ধারণকারী ব্লকসমূহ ঐক্যমতের ভিত্তিতে বা consensus algorithm- এর মাধ্যমে চেইনে যুক্ত হয়। এজন্য কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন নেই, যা অন্যান্য নেটওয়ার্কের তুলনায় পুরো নেটওয়ার্ককে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। আর প্রচলিত Database-এর ডাটা ভেরিফাই হয় a set of rules যা নির্দিষ্ট এবং পরিচালিত হয় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের -এর মাধ্যমে। ব্লকচেইন secure হওয়ার এটি একটি বড় কারণ। ফলে ব্লকচেইন স্বচ্ছতা (Transparency), অপরিবর্তনীয়তা (Immutability) এবং নিরাপত্তা (Security) প্রচলিত Database-এর চেয়ে অনেক বেশি নিশ্চিত করে।

করোনাকালীন লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের অনলাইন প্রফেশনাল আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণের সাফল্যগাঁথাঃ

ঘরে বসে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের স্বপ্নপূরণ

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প" একটি সময়োপযোগী প্রকল্প। মূলত যেকোন ফ্রিল্যান্সিং বিষয়ে লার্নিং পর্ব শেষ করে আন্তর্জাতিক মার্কেটপ্লেস থেকে নির্ধারিত পরিমান ফরেন রেমিটেন্স আর্নিং করাই এ প্রকল্পের একটি বিশেষত্ব। প্রকল্পটি ২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেঃ

ক) Self-Employment নিশ্চিতকরণের জন্য মোট ৫৩ হাজার জনকে Professional Outsourcing Training প্রদান।

খ) আইটি/আইসিটি খাতের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে প্রবেশের জন্য আউটসোর্সিং যোগ্যতা/ সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

গ) আইটি/আইসিটি খাতে দেশে ও বিশ্ববাজারে নতুন চাকুরির সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের সর্বস্তরে আইটি সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ঘ)ক্যারাভ্যান ডিজিটাল বাসযোগে ১,৬৬,৩২০ জন শিক্ষিত নারীকে আইটি/আইসিটি বিষয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা।

১ম পর্যায়ে ২০১৬-১৭ সালে উক্ত প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৪ জেলায় ৬৫০টি ব্যাচে ২০০ ঘন্টাব্যাপী ৪ ঘন্টা করে মোট ১৩ হাজার জন শিক্ষিত তরুন-তরুনিকে প্রফেশনাল আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে (Web Design & Development, Graphic Design| Digital Marketing) যাদের মোট উপার্জিত আয় প্রায় ৩১,১৯,৭১৪ ইউএস ডলার। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এ মানব সম্পদ তাদের পরিবার তথা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এছাড়াও এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০ হাজার জন নারীকে বেসিক আইটি লিটারেসি প্রশিক্ষণ-১৫ দিন, ২ হাজার ৯০০ জনকে বেসিক আইটি/আইসিটি আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ ০৩ দিন, ৮৪০ জনকে স্পেশালাইজড আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ- ১০ দিন এবং ১ হাজার ৯২০ জন জার্নালিস্ট/মিডিয়া ওয়ার্কারকে সফলভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। ডিজিটাল ক্যারাভ্যান ট্রেনিং বাসের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষিত বেকার নারীদের আইটি বিষয়ক বেসিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে সারাদেশে ০২ দিনব্যাপী কম্পিউটার/আইটি বেসিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদানের জন্য ১,৬৬,৩২০ জনকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৫৭৬৮৩ জন নারীকে ইতোমধ্যে সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্পন্ন হয়েছে। ২য় পর্যায়ে লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে আরো ৪০ হাজার জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রফেশনাল আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। প্রশিক্ষণ শুরুর ঠিক আগ মুহূর্তে হানা দেয় বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস। করোনা ভাইরাসের তান্ডবে গোটা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশও ছুবির

হয়ে যায়। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পরও ৪০ হাজার জনের প্রফেশনাল আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ শুরু করা নিয়ে দেখা দেয় চরম অনিশ্চয়তা। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এম.পি বিকল্প উপায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের পথ খুঁজতে থাকেন। কারণ দেশের বেকারত্ব দূরীকরণের হাতিয়ার এবং অসংখ্য শিক্ষিত তরুণ-তরুণির উপার্জনের পথ সৃষ্টিকারী এ আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ কোন ভাবেই বন্ধ থাকতে পারে না। ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের যোগ্য নির্দেশনায় বাংলাদেশ বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে এক বিরাট বিপ্লব ঘটেছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলও আজ ইন্টারনেটের আওতায় চলে এসেছে। তাই মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সিদ্ধান্ত নেন যে, লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ৪০ হাজার জনের প্রফেশনাল আউটসোর্সিং প্রশিক্ষণ অন লাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রদান করা হবে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনার আলোকে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো: আখতার মামুন (উপসচিব) এর নিরলস পরিশ্রমে করোনা মহামারি পরিস্থিতির মধ্যেও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলকে এম.পি অনলাইন প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে উক্ত অনলাইন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। এ প্রকল্পের আওতায় ১৫ টি লটে ২০০০ টি ব্যাচে দেশের ৬৪ জেলায় ৩ টি কোর্সে (গ্রাফিক্স ডিজাইন, ডিজিটাল মার্কেটিং ও ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট) ৫০ দিন ব্যাপী (২০০ ঘন্টা)'র এ প্রশিক্ষণ বর্তমানে অনলাইনে পুরোদমে চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ১০৪৭ টি ব্যাচে প্রায় ২০, ৯৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীর ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রায় ৮,৫০২ জন প্রশিক্ষণার্থী এখন পর্যন্ত ঘরে বসে অনলাইন মার্কেটপ্লেস থেকে প্রায় ১০,১২,০৩৪ ইউএস ডলার উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

দেশিয় স্টার্টআপদের কল্যাণে iDEA প্রকল্পের ২৩ সমঝোতা স্মারক

বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে এবং প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং এর আওতাধীন অন্যান্য সংস্থা ও এর প্রকল্পসমূহ "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই আলোকে ২০১৬ সাল থেকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (iDEA)" দক্ষতার সাথে কাজ করছে এবং গ্রহণ করছে নানা প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মপরিকল্পনা। দেশিয় স্টার্টআপদের কল্যাণে iDEA প্রকল্প ইতোমধ্যে ২৩ টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। উল্লেখ্য, iDEA প্রকল্প উদ্ভাবন সহায়ক ইকোসিস্টেম ও উদ্যোক্তা সংস্কৃতি তৈরির লক্ষ্যে স্টার্টআপদের দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধিতে ফ্রমিং, মেন্টরিং, ট্রেনিং, কাম্পেইন, অ্যাওয়ার্ডস, ফেলোশিপ, সেমিনার ও রিসার্চসহ উদ্যোক্তা সংস্কৃতি বিকাশের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে, যার প্রেক্ষিতে এই

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরগুলো করা হয়। মহিলা উদ্যোক্তাদের কল্যাণে Bangladesh Institute of ICT in Development (BIID), তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের সহায়তায় Coders Trust Bangladesh, স্টার্টআপদের জন্য ই-ল্যাব ব্যবহারের সুযোগ পুর্নদানসহ দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধিতে ফ্রমিং, মেন্টরিং, ট্রেনিং প্রদানের লক্ষ্যে "নিজের বলার মতো একটি গল্প" এবং রিসার্চ, ডেভেলপমেন্ট ও উদ্যোক্তা সংস্কৃতির বিকাশের সহায়ক হিসেবে The Innovation, Creativity and Entrepreneurship (ICE), Center এর সাথে পৃথক সমঝোতা স্মারক স্মারক করা হয়।

এর জন্য লেখা আহ্বান

আইসিটি নিউজলেটার-এর জন্য লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। আইসিটি-সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে অনধিক ৫০০ (পাঁচশত) শব্দের মৌলিক রচনা কিংবা সংবাদ সাদরে গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজন হলে লেখা ছবিসহ পাঠানো যাবে। লেখা লেখকের নাম-ঠিকানাসহ সরাসরি, ডাকযোগে অথবা ই-মেইলে পাঠাতে হবে। অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্য নয়। প্রকাশিত উন্নতমানের লেখা কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় হলে যথাযথ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সম্পাদক আইসিটি নিউজলেটার, আইসিটি টাওয়ার (১১ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭
দূরভাষ : +৮৮-০২-৪১০২৪০৭১, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৫৫০০৬৮৮২ মুঠোফোন : ৮৮-০১৭১১ ১৬৬৩২৮
doictnewsletter@gmail.com, jahedi6076@gmail.com, Web: www.doict.gov.bd

আইসিটি
নিউজলেটার
DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady
ICT DIVISION FUTURE IS HERE
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DEPARTMENT OF ICT DoICT

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

রংপুর জেলার সাথে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) কর্তৃক আয়োজিত
"শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের আবেদন ম্যানেজমেন্ট, প্রতিষ্ঠান নির্বাচন এবং উপযুক্ততা যাচাই"
বিষয়ে প্রস্তুতকৃত SRDL ল্যাব ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এর পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনা

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এনএম জিয়াউল আলম পিএএ, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বিশেষ আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (যুগ্মসচিব) ও প্রকল্প পরিচালক, শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান, যুগ্মসচিব (অভ্যন্তরীণ সেবা অধিশাখা ও বাজেট অধিশাখা) ও জনাব মোঃ আসিব আহসান, জেলা প্রশাসক, রংপুর এবং এ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর। কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন জনাব মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান, উপসচিব, পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর। এছাড়াও কর্মশালায় রংপুর জেলা থেকে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), জেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী কমিশনার (আইসিটি), প্রোগ্রামার, সকল উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী প্রোগ্রামার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ যুক্ত ছিলেন ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের আওতাধীন শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়) কর্তৃক সারাদেশে ইতোমধ্যে ৪,১৭৬টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও আইসিটি ডিভিশনের আওতাধীন বিসিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সারাদেশে আরও প্রায় নয় হাজার কম্পিউটার ল্যাব স্থাপিত হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণিত "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়)" গত ২৮/০৭/২০২০ তারিখের একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের আওতায় সারাদেশের মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কলেজ, মাদ্রাসা ও সমপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ৫০০০টি "শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব" স্থাপন এবং এর মধ্যে থেকে প্রতিটি সংসদীয় আসনে একটি করে মোট ৩০০টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবকে "ফুল অব ফিউচার" এ রূপান্তর করা হবে। রংপুর জেলায় আয়োজিত কর্মশালাটিতে সারাদেশে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনের গুরুত্ব এবং SRDL ল্যাব ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের মাধ্যমে কিভাবে খুব সহজেই শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব প্রাপ্তির আবেদন সমূহ সুষ্ঠভাবে যাচাই বাছাই করা যায় তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। SRDL ল্যাব ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যারটির মাধ্যমে খুব সহজেই অনলাইনে নির্বাচনী আসন ভিত্তিক সারাদেশ থেকে প্রেরিত কম্পিউটার ল্যাবের আবেদন সমূহ সংরক্ষণ ও সমন্বয় করা হচ্ছে। এছাড়াও সফটওয়্যারটির মাধ্যমে কম্পিউটার ল্যাবের আবেদন সমূহ জেলা আইসিটি কমিটি কর্তৃক উপযুক্ততা যাচাই ও কম্পিউটার ল্যাব প্রদানের ক্ষেত্রে দৈত্যতা পরিহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রংপুর জেলা থেকে আবেদনকৃত সকল শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও স্কুল অফ ফিউচার এর উপযুক্ততা যাচাই বাছাই এর কাজ রংপুর জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। রংপুর জেলা প্রশাসন এর আওতাধীন উপজেলা প্রশাসন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহযোগীতায় SRDL ল্যাব মানাজেমেন্ট সিস্টেমটির মাধ্যমে অনলাইনে খুব সফল ভাবে ল্যাবের তালিকা যাচাই করে প্রকল্প দপ্তরে প্রেরণ করেছে এবং সফটওয়্যারটির পাইলটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এছাড়া চাঁদপুর জেলা, কুমিল্লা ও সিলেট বিভাগে সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে এবং পাইলটিং এর কার্যক্রম চালু রয়েছে।

তৃণমূলে সরকারী পরিষেবা বিকাশে
Establishing Digital Connectivity (EDC)

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার আইসিটিকে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত জ্ঞানভিত্তিক ও তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন, নাগরিকের জন্য অর্থবহ ডিজিটাল সংযোগ কাঠামো স্থাপন, জনগণের দোরগোড়ায় নাগরিক সেবা পৌঁছে দেয়া এবং বেসরকারি খাতে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'আমার গ্রাম আমার শহর' এ ভিশনের প্রেক্ষিতে মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টার পরামর্শে "Establishing Digital Connectivity (EDC)" বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার, ভিশন ২০২১, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, Perspective Plan (২০২১-২০৪১), বাস্তবায়নের নিমিত্ত সারাদেশে ডিজিটাল কানেকটিভিটি আবশ্যক। বিশেষ করে প্রান্তিক পর্যায়ে বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিক, সরকারি বেসরকারি অফিস সমূহে দ্রুত, নিরাপদ এবং কার্যকর ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করা জরুরি। প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য সরকারের সেবাসমূহকে ই-সেবায় রূপান্তরের মাধ্যমে জনগণের কাছে দ্রুত ও সহজে পৌঁছে দেয়া এবং সকল ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় আইসিটি অবকাঠামো স্থাপন।

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- ১,০৯,২৪৪ টি ব্রডব্যান্ড এন্ড ইউজার কানেক্টিভিটি স্থাপন;
- ১০,০০০টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন;
- বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ৫৭টি 8 IR Center (বিশেষায়িত ল্যাব), সেন্ট্রাল ক্লাউড প্লাটফর্ম এবং ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি সেন্টার অব এক্সিলেন্স স্থাপন;
- ৪৯১টি উপজেলা কমপ্লেক্স উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও আইটি অবকাঠামোসহ (LAN, NOC (Network Operations Center), প্রশিক্ষণ সুবিধাদি), ৫৫৫টি DSET (Digital Service & Employment Training Center), মাঠ পর্যায়ের ক্লাউড ফাইল সার্ভিস এবং ডিজিটাল স্টোরেজ এর জন্য কেন্দ্রীয় সার্ভার অবকাঠামো স্থাপন;
- আইসিটি ল্যাব, স্মার্ট ভার্চুয়াল ক্লাসরুম এবং ডিসট্যান্স লার্নিং প্ল্যাটফর্মসহ প্রয়োজনীয় আইসিটি অবকাঠামো সুবিধা সম্বলিত একটি ডিজিটাল সিটিজেন সেন্টার স্থাপন;
- CRVS (Civil Registration and Vital Statistics) বাস্তবায়নের নিমিত্তে CRVS Central ISDP সার্ভার স্থাপন, মাঠ পর্যায়ে ৫৫০০টি এনরোলমেন্ট অবকাঠামো স্থাপন এবং ১৭৩১৪ টি Service Delivery Device বিতরণ;
- ১০টি ডিজিটাল ভিলেজ স্টেশনের আওতায় ২০,০০০ জন কৃষককে Smart Sensor Device প্রদান;

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে:

- দেশের সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চগতি সম্পন্ন ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত হবে;
- প্রান্তিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীসহ সকলের তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে;
- ৪র্থ শিল্প বিপ্লব মোকাবেলার জন্য বিশেষায়িত জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হবে
- CRVS সংশ্লিষ্ট সেবাসহ প্রশাসনিক কার্যক্রমে ই-গভর্ন্যান্স প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে।
- প্রকল্পটি সার্বিক অর্থে সকল নাগরিকের জন্য ডিজিটাল সেবা গ্রহণ, জ্ঞানভিত্তিক দক্ষ সমাজ গঠন এবং কর্মসংস্থান ও নতুন কাজ সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

'২০২৩ সালের মধ্যে দেশের ই-কমার্স ৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হবে'

বাংলাদেশে এখন ই-কমার্সের বাজার প্রায় দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০২৩ সাল নাগাদ তা তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন। আজ শুক্রবার পূর্বাচল ক্লাবে উইমেন অ্যান্ড ই-কমার্স ফোরাম আয়োজিত দু'দিনব্যাপী 'উই কালারফুল মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন একথা বলেন। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী এবং উইমেন অ্যান্ড ই-কমার্স ফোরামের সভাপতি নাসিমা আক্তার নিশা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশের সবচেয়ে নারীবান্ধব সরকার জানিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দৃঢ় মনোবল নিয়ে করোনা মহামারির মধ্যেও নারী ই-কমার্স উদ্যোক্তারা লাখ-লাখ টাকার পণ্য বিক্রি করার মাধ্যমে নিজেদের আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার পাশাপাশি তাদের পরিবারকে সাহায্য করেছেন। ড. মোমেন বলেন, বর্তমান সরকার উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে হাইটেক পার্ক নির্মাণসহ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। অধিক সংখ্যক নারী উদ্যোক্তা আমাদের অর্থনীতির মূলধারায় যোগ দিয়ে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখবেন। অনুষ্ঠানে বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে একুশের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন ঘাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তিনি বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশে পরিণত করতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাগ্রত ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে হবে। প্রতিমন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এবং আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদের নির্দেশনায় আইসিটি বিভাগ থেকে গবেষণার মাধ্যমে বাংলাকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য একটি (গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ) প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে বাংলাতে যেন আরো বেশি স্বাচ্ছন্দে আমাদের সন্তানেরা সকল বিষয়গুলো জানতে পারে, শিখতে পারে সেটিকে আরো সহজ করে আনা।

ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামো সংক্রান্ত নির্দেশিকা

ডেস্ক রিপোর্ট :

ক) ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামো থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন ও বিজনেস মডেল নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়ে অনলাইন ভিডিও কনফারেন্স'র মাধ্যমে ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়)" প্রকল্পটি বর্তমান সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের মধ্যে অন্যতম। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সমগ্র দেশে ২৬০০ ইউনিয়নে এবং ১০০০ পুলিশ অফিসে দ্রুতগতির ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি প্রদান কার্যক্রম সমাপ্তির পথে। জনাব এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ উক্ত ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনলাইন ওয়ার্কশপে সভাপতিত্ব করেন পার্থপ্রতিম দেব, নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত-সচিব), বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। বিশেষ অতিথি হিসেবে Zoom Online এ সংযুক্ত ছিলেন মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট এবং মোঃ খলিলুর রহমান, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা।

খ) ১০০০ পুলিশ অফিস ভিপিএন কানেক্টিভিটির শুভ উদ্বোধন ও হস্তান্তর: ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ পুলিশের ১০০০টি অফিসে স্থাপিত Virtual Private Network (VPN) কানেক্টিভিটি Zoom online এর মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে আসাদুজ্জামান খান এমপি,মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসেবে Zoom online এ সংযুক্ত ছিলেন। বিশেষ অতিথিহিসেবে Zoom online এ সংযুক্ত ছিলেন জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এন এম জিয়াউল আলম, পিএএ, সিনিয়র সচিব, তথ্য ওযোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। এছাড়াও সম্মানিত অতিথি হিসেবে সংযুক্ত ছিলেন মোস্তাফা কামাল উদ্দীন, সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ড. বেনজীর আহমেদ বিপিএম (বার), মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ এবং জনাব পার্থপ্রতিম দেব, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বিকর্ণ কুমার ঘোষ। বাংলাদেশ পুলিশকে প্রযুক্তি-নির্ভর করে গড়ে তুলতে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসব প্রযুক্তির ব্যবহার অপরাধ দমনসহ জনগণকে সেবা দেওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করছে।

গ) ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড সংযোগ এর শুভ উদ্বোধনঃ ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার আগানগর, কলাতিয়া, কালিন্দি, তেঘরিয়া, শাক্তা, শুভাঢ্যা, হযরতপুর এবং তারানগর ইউনিয়ন সমূহের PoP (point of presence) সমূহ Zoom Online এর মাধ্যমে শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে নসরুল হামিদ এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রনালয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে Zoom Online এ সংযুক্ত ছিলেন জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, এডভোকেট মোঃ কামরুল ইসলাম এমপি, ঢাকা-২ এবং এনএম জিয়াউল আলম, পিএএ, সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। এছাড়াও সম্মানিত অতিথি হিসেবে Zoom Online এ সংযুক্ত ছিলেন পার্থ প্রতিম দেব, নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত-সচিব), বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, পিএএ, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা। উক্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেছেন বিকর্ণ কুমার ঘোষ, প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত-সচিব),ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্প। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোঃ শহীদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, ঢাকা।

সুবর্ণজয়ন্তীতে মুক্তিযুদ্ধের ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডিজিটাল আর্কাইভে গুরুত্ব দিচ্ছে আইসিটি বিভাগ

মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে মিলে মুক্তিযুদ্ধের ডিজিটাল আর্কাইভ তৈরির উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের মতো স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে মুক্তিযুদ্ধের ইন্টারঅ্যাক্টিভ আর্কাইভ করার পরিকল্পনার কথা জানান আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। রবিবার টিএমজিবি আয়োজিত "মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনলাইন কনটেন্ট বনাম তথ্য বিভ্রাট ও গুজব বিড়ম্বনা" বিষয়ক ওয়েব আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই তথ্য জানান প্রতিমন্ত্রী।

মুক্তিযুদ্ধের তথ্য-উপাত্তের কপিরাইট জালিয়াতি ঠেকাতে আইসিটি বিভাগের ফ্যাক্ট চেকিং টুলস ব্যবহার করা হবে বলে জানান তিনি। প্রতিমন্ত্রী তার বক্তব্যে সংবাদিক ও বাণিজ্য সংগঠনের সঙ্গে জোটবদ্ধভাবে এই কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। পলক বলেন, সবাইকে সঙ্গে নিয়েই

আমরাও এবার অপশক্তির বিরুদ্ধে সাইবার যুদ্ধে জয়ী হবো। এছাড়াও আমরা ভবিষ্যতে একটি ডিজিটাল মিডিয়া কনফারেন্স করতে চাই। একই সঙ্গে মিট দ্য মিনিস্টার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান তিনি।

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আইসিটি বিভাগ অগ্রাধিকার

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে আইসিটি বিভাগ অগ্রাধিকার ভিত্তিক চারটি স্তম্ভ যথাক্রমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, অর্থবহ ডিজিটাল সংযোগ প্রতিষ্ঠা, ই-গভর্নেন্স ও তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করার জন্য নিরালসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এর ধারাবাহিকতায় দুর্গম এলাকায় ইন্টানেট সংযোগ পৌঁছে দিতে ডেনমার্ক সরকারের আর্থিক আনুকুল্যে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত দ্বীপসমূহ, দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত হাওর সংলগ্ন অঞ্চলসমূহ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত বিল সংলগ্ন অঞ্চলসমূহে বসবাসকারীদের তথ্য প্রযুক্তিসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জীবনমান উন্নয়নে ডেনমার্ক সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর "Digitalization of Islands, and Beel, Haor (DIBH)" শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবলের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে উচ্চ গতির ডিজিটাল কানেক্টিভিটি স্থাপন, ১০০+ টেকনিক্যাল রিসোর্স সেন্টার স্থাপন (Bangladesh

Denmark Service Employment & Training Center (BD-SET), মানব সম্পদ উন্নয়নসহ স্থানীয় ই-সেবা সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানকল্পে আইসিটি ভিত্তিক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার।

মুজিব আমার পিতা গ্রাফিক নভেলে বিশ্বমানের অ্যানিমেশন

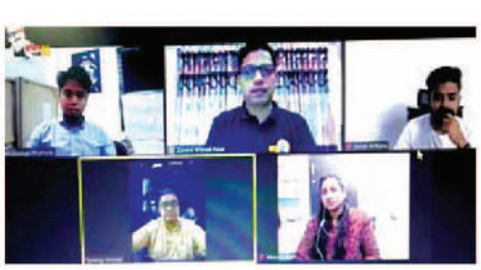

টেক শহর কনটেন্ট কাউন্সিলর : মুজিব আমার পিতা' গ্রাফিক নভেলের অ্যানিমেশন বিশ্বমানের হয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের উদ্যোগে আযয়োজিত 'মুজিব আমার পিতা' বাংলাদেশে অ্যানিমেশন ফিল্মের নব দিগন্ত' শীর্ষক ওয়েবিনারে এ কথা বলেন

প্রতিমন্ত্রী। পলক বলেন, সুস্থ চলচ্চিত্র, সুস্থ সমাজ গঠনে 'মুজিব আমার পিতা' ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। তারজিনা সুলতানা আশার সঞ্চালনায় 'মুজিব আমার পিতা' গ্রাফিক নভেলের অ্যানিমেশন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান 'প্রোলেন্সার স্টুডিও' দলের নির্মাতারা তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। এনিমেটর ও চলচ্চিত্রটির পরিচালক সোহেল মোহাম্মাদ রানা, শিল্পী মনিরা আলম এবং রফিউজ্জামান রিদম তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। এতে অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র শিল্প বিকাশে তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের সহযোগিতা চলমান রাখার আহবান জানান সিআরআইর সমন্বয়ক তন্ময় আহমেদ। পলক বলেন, 'আমাদের নাফিস ইকবাল কুং ফু পান্ডা করে দুইবার অস্কার পেয়েছে। সোহেল রানার দলও অস্কার পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। কিন্তু কুংফু পান্ডার মতো পারিপার্শ্বিকতা বা প্লাটফর্ম কে করে দিচ্ছে! ওইরকম ভাবে যদি আমরা সরকার-বেসরকারি খাত থেকে সামর্থমতো এগিয়ে আসি তাহলে আমাদের নতুন প্রজন্ম আরও এগিয়ে যাবে।'

এ ধরনের চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও তৈরীর জন্য রাজশাহী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্কে এবং অন্য আরও ১২ টি হাই-টেক পার্কে আধুনিক সিনেপ্লেক্স স্থাপন করা হচ্ছে বলে জানান আইসিটি প্রতিমন্ত্রী। বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকীতে তিনটি দ্বি-মাত্রিক চলচ্চিত্র (অ্যানিমেশন ফিল্ম) তৈরি করছে তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ। এরমধ্যে শেষ হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার লেখা অবলম্বনে নির্মত গ্রাফিক নভেল 'মুজিব আমার পিতা'। এগিয়ে চলছে মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু হওয়ার মধ্যবর্তী সময়কে 'মুজিব ভাই' এবং ১০ পর্বে ১০০ মিনিটের একটি অ্যানিমেশন সিরিজ 'খোকা' তৈরির কাজ।

স্বাধীন বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর

জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে

স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ

এ বছর বাংলাদেশ উদযাপন করেছে মুজিব বর্ষ এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি। এই বিশেষ উপলক্ষকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত বেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানী স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড "শতবর্ষে শত আশা" উদ্বোধনের মাধ্যমে বিনিয়োগ গ্রহণকারী স্টার্টআপসমূহের সর্বপ্রথম সিরিজের নাম ঘোষনা করতে যাচ্ছে; যার চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামী ৩১ মার্চ, ২০২১।

স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশ সরকারের ৫০০ কোটি টাকা অর্থায়নে প্রথম ও একমাত্র ভেঞ্চার ক্যাপিটাল প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০২০ সালের মার্চে যাত্রা শুরু করে। এই বিশেষ তহবিলটি খরচ করা হবে প্রযুক্তি ভিত্তিক উদ্ভোবনীতে যে তরুণ উদ্যোক্তা অনুপ্রাণিত তরার পাশাপাশি নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি এবং লাখো মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

৫০টি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান যারা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন বৃদ্ধি ও টকসহ উন্নয়নকে মাথায় রেখে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে নতুন কাজের সুযোগ তৈরি করছে, সেই প্রতিষ্ঠানগুলো কে সামগ্রিকভাবে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়েগা করবে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড। অর্থনৈতিক মুক্তি ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপরেখা বাস্তবায়নের একটি অংশ হিসেবে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড কাজ করে চলেছে তুরণদের প্রযুক্তি নির্ভর উদ্ভাবন ও উদ্যোগকে প্রাথমিক প্রর্যায়ে মূলধন, আর্থিক ও পরিচালনা মূলক দিকনির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে এছাড়াও প্রযুক্তি-নির্ভর এই ব্যবসা উদ্যোগগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিচেনা করে স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড সীড ও গ্রোথ স্তেজ কোম্পানি তে বিনিয়োগ করবে।

প্রথম সিরিজে বিনিয়োগ গ্রহণকারী সাতটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আছে: পাঠাও, ঢাকা কাস্ট, মনের বন্ধু, ডালডাল, এডুহাইভ, সেবা ডট এক্স ওয়াই জেড, এবং ইনটেলিজেন্স মেশিনস। এই স্টার্টআপগুলোকে সামগ্রিক ভাবে ১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে তারা তাদের পণ্য বা সেবার মান উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, বিপণন ও সাপ্লাই-চেইন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধন করতে পারে। অনুষ্ঠানে প্রধান অথিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক, বিশেষ অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা বিয়ষক উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যলয়ের এসডিজি বিষয়ক প্রিনসিপাল কো অরদীনাতর, জুয়েনা আজিজ, এছাড়াও সম্মানিত অতিথি এন. এম. জিয়াউল আলম সিনিয়র সেক্রেটারি, আই সি টি ডিভিশন ও স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডরে মাননীয় চেয়ারপার্সন এবং স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড এর সম্মানিত বোর্ড মেম্বার গন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক "শতবর্ষে শত আশা'র শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "এই কোম্পানির মাধ্যমে সরকার উদ্যোক্তদারে জন্য একটি বিশেষ জায়দা তৈরী করে দিয়েছে যেখানে তারা সমস্ত প্রকারের আর্থিক ও পরিচালনামূলক সহযোগিতা পেয়ে তাদের কার্যক্রমের পরিসর বৃদ্ধি করতে পারবে।

এন. এম. জিয়াউল আলম সিনিয়র সেক্রেটারি, আই সি টি ডিভিশন ও স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের মাননীয় চেয়ারপার্সন "জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বিনিয়োগগ্রহণকারীদের প্রথম সিরিজটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত এবং সামাজিকভাবে কার্যক্রর ও সম্ভাবনাময় স্টার্টআপ এ সর্বমোট ১০০ কোটি টাকা ২০২১ সালে বিনিয়োগের মাধ্যমে আমরা একটি উদ্ভোবনী কেন্দ্রিক অর্থনীতি এবং টেকসহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিকাশে অবদান রাখতে পারবো বলে আশা করছি" স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালন ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও), টিনা এফ জবীন বলেন, আমি বাংলাদেশর তুরণদের সম্ভাবনা অসীম ও স্টার্টআপ বাংলাদেশ লিমিটেড ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে কনট্রিবিউশন করতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত।

১৫ দিনব্যাপী ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান শেরপুরে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের কার্যালয়, শেরপুর এর ১৫ দিনব্যাপী ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানঃ

প্রযুক্তিগত অবকাঠামো নির্মাণসহ নির্ভরযোগ্য কানেক্টিভিটি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাধ্যমে তথ্যও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর নানামূখী কার্যক্রম পরিচালনায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়াও আইসিটিভিত্তিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অর্জিত সাফল্য ও আউটসোর্সিং খাতে দেশের সক্ষমতা বহির্বিশ্বের কাছে তুলে ধরা, দেশের অর্থনৈতিক সম্ভবনাকে কাজে লাগানো, জিডিপি প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়েও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর স্বাধীনতা দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের সহযোগিতায় শেরপুর জেলায় ১৫ দিনব্যাপী ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, শেরপুরের কনফারেন্সরুমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর শেরপুর, জেলা কার্যালয়ের প্রোগ্রামার প্রকৌশলী উম্মে মারজিয়া প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শেরপুর জেলার মান্যবর জেলা প্রশাসক জনাব আনারকলি মাহবুব।

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

আইসিটি নিউজলেটার

DIGITAL BANGLADESH Skilled • Equipped • DigitalReady

ICT DIVISION FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর DoICT DEPARTMENT OF ICT

শেষ পৃষ্ঠা

ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো উদ্বোধন করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি

অনলাইনে 'ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো ২০২১' উদ্বোধন করেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সভাপতি এ কে এম রহমতুল্লাহ, এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন 'ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো ২০২১' এ অংশগ্রহণকারী সম্মানিত উদ্যোক্তাবৃন্দ, দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে উদ্ভাবন ও হার্ডওয়ার প্রযুক্তি পণ্যের প্রদর্শনী 'ডিজিটাল ডিভাইস অ্যান্ড ইনোভেশন এক্সপো ২০২১' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ২০২১ বাঙালি জাতির জন্য গৌরব ও আনন্দের একটি বছর। আমরা এ বছর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী একসঙ্গে উদযাপন করছি।

বক্তব্যের শুরুতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধে জীবন আত্মোৎসর্গকারী সকল শহিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা, জাতীয় চার নেতা এবং জাতির বিভিন্ন ক্রান্তিলগ্নে যাঁরা দেশের স্বার্থে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তাঁদের সকলকে। দেশ এখন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের চূড়ান্ত পর্যায়ে। এই সময়ে 'ডিজিটাল ডিভাইস এন্ড ইনোভেশন এক্সপো ২০২১' এর আয়োজন ডিজিটাল ডিভাইস ও ইনোভেশন খাতে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার চিত্রটি সকলের কাছে তুলে ধরবে বলে আমার বিশ্বাস। এবারের প্রদর্শনীর প্রতিপাদ্য "Make here, sell everywhere" অত্যন্ত সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি। দূরদর্শী চিন্তা থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিপ্লবে শামিল হওয়ার লক্ষ্যে দেশে বিজ্ঞান, গবেষণা ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ভিত্তি রচনা করেছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ লাভের উদ্যোগ নেন এবং ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ আইটিইউর সদস্য হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে একই বছর এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ' (বিসিএসআইআর) প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিলেন। এই কমিশনের সুপারিশে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় বিজ্ঞান, গবেষণা, উদ্ভাবন ও কারিগরি শিক্ষাকে। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বঙ্গবন্ধু বেতবুনিয়ায় স্যাটেলাইট আর্থ- স্টেশনের উদ্বোধন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পর অন্যান্য খাতের ন্যায় বাংলাদেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের পথ চলাও থেমে যায়। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে কম্পিউটার আমদানীতে শুল্কহার হ্রাস করেন। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'কে এর মূল উপজীব্য করায় মূখ্য ভূমিকা পালন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ সজীব ওয়াজেদ জয়।

২০০৯ সাল থেকে শুরু হয় ডিজিটাল বাংলাদেশের যাত্রা। বর্তমানে বাংলাদেশের ৯৯% এলাকা মোবাইল কভারেজের আওতায়। মোবাইল ফোন ব্যবহারকারির সংখ্যা ১৬ কোটি ছাড়িয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারির সংখ্যা ১১ কোটির উপরে। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌঁছে গেছে ৩ হাজার ৮০০ ইউনিয়নে। এমনকি দেশের দুর্গম এলাকায়ও কানেক্টিভিটি পৌঁছে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১। দেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এখন এই স্যাটেলাইট ব্যবহার করেই সম্প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারাদেশে ৪ হাজার ৫৫৪টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ পৌরসভা, ওয়ার্ড ও অন্যান্য মিলে মোট ৬ হাজার ৬৮১টি ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে দেশের মানুষকে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মোবাইল ব্যাংকিং ও এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা চালু হওয়ায় নাগরিকগণ ডিজিটাল সেন্টার থেকে একাউন্ট খোলা, টাকা পাঠানো, সঞ্চয় করা, ঋণ গ্রহণ, বিদেশ থেকে পাঠানো রেমিটেন্স উত্তোলন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির টাকা উত্তোলন, বিভিন্ন ধরণের ফি প্রদান ইত্যাদি আর্থিক কর্মকান্ড।

বঙ্গবন্ধু শুধু রাজনৈতিক নেতাই নন, দার্শনিকও ছিলেন: পলক

'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু একজন রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না, দার্শনিকও ছিলেন' বলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। গত ১৭ মার্চ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২১ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ মন্তব্য করেন। জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও রাজনৈতিক যে দর্শন আমাদের কাছে রেখে গেছেন, তা শত- সহস্র বছর পরও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য চলার পথের পাথেয় ও প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করেছেন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ছিলেন বিনয়ী, ভদ্র ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর কর্মজীবন ও রাজনৈতিক দর্শন আমাদের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে তুলে ধরতে পারলে দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা বহুগুণ বাড়বে।

তিনি বলেন, ৭৫ পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন ও দর্শন জাতির কাছ থেকে আড়াল করে রাখা হয়। এই কারণে ৭৫'র পর জাতি সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পায়নি। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে বাংলাদেশ ছিলো লক্ষ্যবিহীন তরীর মতো। দীর্ঘ ২১ বছর পর বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ পরিচালনার দায়িত্ব গহণের ফলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ জাতির সামনে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের মানুষ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার জন্য নিজেদের আত্মনিয়োগ করার সুযোগ পাচ্ছে। এর ফলে বাংলাদেশ একটি স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে নাম লিখাতে সক্ষম হয় বলেও মন্তব্য করেন পলক।

মুজিব নামের আলোক শিখা

তিনি বঙ্গবন্ধু, জাতির পিতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি; ইতিহাসের দুই মাহেন্দ্রক্ষণের উদ্যাপনে দাঁড়িয়ে স্মৃতিকাতর বাংলাদেশ সেই শেখ মুজিবকে স্মরণ করল তারই তারুণ্যের আলোয়। গতি আর প্রগতিতে তিনি ছিলেন তারুণ্যের মূর্ত প্রতীক, একজন সত্যিকারের 'রকস্টার'। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে 'মুজিব চিরন্তন' প্রতিপাদ্যে ১০ দিনের অনুষ্ঠানমালার চতুর্থ দিন শনিবারের অনুষ্ঠানের শিরোনাম ছিল 'তারুণ্যের আলোকশিখা'। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা এদিন বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন কথা সাহিত্যিক অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল। ওআইসির মহাসচিব ইউসুফ বিন আহমেদ আল ওথাইমিন, ফ্রান্সের সেনেটর ও ইন্টার পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপ ফর সাউথ ইস্ট এশিয়ার প্রেসিডেন্ট মাদাম জ্যাকুলিন জেরোমেডি ভিডিও বার্তায় বাঙালিকে শুভেচ্ছা জানান, বঙ্গবন্ধুর প্রতি জানান শ্রদ্ধা। কৈশোর থেকেই মুজিবের মাঝে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল সহজাত নেতৃত্ব গুণ। ছাত্রজীবনের নানা ঘটনায় তার রাজনৈতিক দূরদর্শীতার যে দ্যুতি ছড়াতে শুরু করেছিল, তা পূর্ণতা পায় জীবনের অর্ধশতকে এসে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে। প্রাইমারিতে পড়ার সময় থেকেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব গুণ কীভাবে কলকাতার বাংলা ভাষাভাষী জাতীয় নেতাদের দৃষ্টি কেড়েছিল, তার একটি বিশ্লেষণ তুলে ধরেন অধ্যাপক জাফর ইকবাল।

তিনি বলেন, "বঙ্গবন্ধু খুব সুচারুভাবে তার দায়িত্ব পালন করলেন। শুধু তাই নয়, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন তার স্কুল পরিদর্শন করতে এলেন, তখন নাটকীয়ভাবে তার শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে পরিচয় হয়ে গেল। অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ সোহরাওয়ার্দী কিশোর বঙ্গবন্ধুকে দেখেই তার ভেতরে ভবিষ্যতের একজন রাজনীতিবিদকে আবিষ্কার করলেন। "তিনি তার নাম-ঠিকানা নিয়ে গেলেন। তাকে চিঠি লিখে বললেন, কলকাতা গেলে তার সাথে দেখা করতে। তার ভেতর গুরু শিষ্যের বন্ধন শুরু হয়েছিল, সেটি এক সময় বন্ধুত্ব এবং ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সহকর্মীতে রূপ নেয়।" স্কুল জীবনে সহপাঠীকে ছাড়িয়ে আনার গল্প, দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় ভূমিকা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পাশে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর ছাত্রত্ব হারানোর কথাও মনে করিয়ে দেন জাফর ইকবাল। বঙ্গবন্ধু তার স্কুলের সহপাঠী মালেককে হিন্দু মহাসভার হাত থেকে ছাড়িয়ে আনতে গেলে মারামারি বেঁধে যায়। পরে দরজা ভেঙে তাকে ছাড়িয়ে আনা হয়। ওই ঘটনায় বঙ্গবন্ধুর সপ্তাহ খানেক জেলখাটার প্রসঙ্গে টেনে জাফর ইকবাল বলেন, "তখন কি কেউ অনুমান করেছিল যে, দেশের মানুষের জন্য রাজনীতি করতে গিয়ে একটি নয়, দুটি নয়, ১৪ টি বছর জেলে কাটাবেন?" কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক তৎপরতার একটি প্রসঙ্গ টেনে অধ্যাপক জাফর ইকবাল বলেন, কলকাতায় দাঙ্গা শুরু হলে মানুষকে বাঁচাতে বঙ্গবন্ধুর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, মানুষকে বাঁচাতে হবে। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, না বিশ্রাম করে পুরো এলাকা তিনি উদ্ধার মত ছুটে বেড়ালেন।

বঙ্গবন্ধুর জীবনকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব মন্তব্য করে জাফর ইকবাল বলেন, "আমরা যদি তারুণ্যের রঙিন চশমা দিয়ে তার জীবনটা দেখি, তাহলে কী দেখব? দেখব, এই অসাধারণ মানুষটি আপাদমস্তক একজন তরুণ। তিনি হলেন সত্যিকারের তারুণ্যের একটি জলন্ত আলোকশিখা।" ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর জোট ওআইসির মহাসচিব ইউসুফ বিন আহমেদ আল ওথাইমিন তার ভিডিও বার্তায় বলেন, বৈষম্য ও অসমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনন্তকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বৈষম্য, অসমতা দূর করার সংগ্রামে তার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেছেন। নিজের দেশকে সোনার বাংলায় রূপ দিতে তার প্রচেষ্টা অনন্তকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।" স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর জোট ওআইসিতে যুক্ত করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। ওই বছরই সংস্থার দ্বিতীয় সম্মেলনে অংশ নিয়ে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের উদ্দেশে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দিয়েছিলেন। ভিডিও বার্তায় ফ্রান্সের ইন্টারপার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপ ফর সাউথ এশিয়ার প্রেসিডেন্ট জ্যাকুলিন জেরোমেডি বলেন, "আজকে দেশ উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণে যে অবস্থায় গেছে, জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান সেজন্য গর্বিত হবেন।

"অনেক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও প্রতিবছর বাংলাদেশে ২০ লাখ তরুণ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। নতুন নতুন পণ্য নিয়ে নতুন নতুন বাজারে প্রবেশ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ আরও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। এখন বাংলাদেশকে আরও বেশি নারী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নজর দেওয়া উচিত।" 'তারুণ্যের আলোকশিখা' থিমের সাংস্কৃতিক আয়োজনে অনুষ্ঠান উপস্থাপনা থেকে শুরু করে গান, নাচ ও কোরিওগ্রাফি- সব কিছুতেই এদিন ছিলেন তরুণ প্রজন্মের শিল্পীরা। সাংস্কৃতিক আয়োজনের শুরুতে জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে উপস্থিত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছোট বোন শেখ রেহানা। শিল্পীদের সঙ্গে বিভিন্ন গানে কণ্ঠ মেলাতেও দেখা যায় তাদের। অনুষ্ঠানে দর্শক সারিতে ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রী দীপু মনি, ঢাকায় জাপানি রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি। শুরুতে অডিও-ভিজ্যুয়াল পরিবেশনায় তরুণ মুজিবের লড়াইয়ের আখ্যান দেখানোর পর গান গেয়ে শোনান তরুণ শিল্পীরা।

'খাঁচার ভেতর অচিন পাখি', 'লোকে বলে বলেরে' এবং 'নাও ছাড়িয়া দে পাল উড়াইয়া দে' গানগুলো গেয়ে শোনান তারা। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশকে নিবেদিত সাংস্কৃতিক আয়োজন নিয়ে এরপর মঞ্চে আসেন জাপানি দুই শিল্পী রমায়ে ওয়াতানাবে ও শুনসুকে মিজুতানি। জাপানি ভাষায় সংগীতের পাশাপাশি 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি' গানটি পরিবেশন করেন তারা। তরুণ বঙ্গবন্ধুর লড়াইয়ের গল্প তুলে ধরে কোরিওগ্রাফি নিয়ে মঞ্চে আসেন পূজা সেনগুপ্ত ও তার দল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনে 'মুজিব চিরন্তন' প্রতিপাদ্যে আয়োজিত ১০ দিনের অনুষ্ঠানমালার পঞ্চম দিন থিম 'ধ্বংসস্তূপে জীবনের গান'। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে 'মুজিব চিরন্তন' প্রতিপাদ্যের ওপর টাইটেল অ্যানিমেশন ভিডিও। এরপর 'ক্যানভাসে বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছর: শূন্য থেকে মহাশূন্যে', 'বঙ্গবন্ধুর নবজীবনের ডাক: ধূসর বাংলা থেকে সবুজ বাংলা', 'বিশ্বনেতা ও বিশ্বনাগরিকের সাথে মেলবন্ধন' এবং 'নারী জাগরণ ও নারীর ক্ষমতায়নে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক কোরিওগ্রাফি, 'শিশু বিকাশে বঙ্গবন্ধু: আলো আমার আলো' নামে ১০০ জন শিশু শিল্পীর একটি পরিবেশনাও।

আইসিটি নিউজলেটার (বাংলা) প্রকাশক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, আইসিটি বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ উপদেষ্টা এ. বি. এম. আরশাদ হোসেন (অতিরিক্ত সচিব), মহাপরিচালক সম্পাদক মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী ও সেলিম রেজা সেন্টু নির্বাহী সম্পাদক আমিরুল ইসলাম প্রচার সম্পাদক মোঃ ফিরোজ সরকার যোগাযোগ আইসিটি টাওয়ার (১১ তলা), আগারগাঁও, ঢাকা ১২০৭

ডিজাইন ও মুদ্রণ মুঠোফোন ০১৭১৩ ৮২২ ১০২ ই মেইল shakuntala.bangladesh@gmail.com